জেন্ডার সংবেদনশীল রিপোর্টিং

এপ্রিল ২০০০।
বৈধ প্রেমের বলি
ঙল্যাকর এই জোড়া
ণ বিশাল শিরোনামে
। রাজু ও নয়নের জন্য
। ঘৃণার চোখে তাকিয়ে
২০০০ সালের ৩ এপ্রিল
ত ধরা পড়ে আয়শা, তখন
ছিল তা আর অবশিষ্ট নেই।

২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবস।

সরকারি ছুটির দিন। কিন্তু দিনটা শুক্রবার। এমনিতেই ছুটি ছিল ... নাকি সরকার এই মতটাকে মেনে নিয়েছে যে, একদিন সরকারি ছুটি মানে ... মেয়েদের মনের কথা দেবতাও পড়তে পারেন কিনা মীমাংসা হয়নি, তেমনি সরকারের চাল বোঝাও দুষ্কর।

প্রেমিক বদলে
হ্যাটট্রিকের পর উধাও

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা : কৃষি
বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেটেরিনারি অনুষদের চতুর্থ বর্ষের ...
মিক বদলের হ্যাট্রিকের পর চতুর্থ প্রেমিককে নিয়ে ৭
ন ধরে উধাও রয়েছে। ... রমনীর প্রেম গড়ায়
এক বছর প্রেম চলার পর ... নিয়ে

জেন্ডার-সংবেদনশীল রিপোর্টিং

www.pathagar.com

www.pathagar.com

জেন্ডার-সংবেদনশীল রিপোর্টিং

গ্রন্থনা ও পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন

সহিদ উল্যাহ লিপন
মীর মাসরুর জামান
ফিরোজ জামান চৌধুরী

Centre for
(
Book

ম্যাস্-লাইন মিডিয়া সেন্টার- এমএমসি

www.pathagar.com

পরামর্শ
কামরুল হাসান মঞ্জু

গ্রন্থনা ও পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন
সহিদ উল্যাহ লিপন
মীর মাসরুর জামান
ফিরোজ জামান চৌধুরী

প্রকাশ
মার্চ ২০০৪

প্রকাশনা ও স্বত্ব
ম্যাস্-লাইন মিডিয়া সেন্টার

গ্রাফিক্স
মোহাম্মদ জাকির হোসেন

বর্ণবিন্যাস
শফিকুল ইসলাম

মুদ্রণ
ম্যাস্-লাইন প্রিন্টার্স
১/১৫ হুমায়ুন রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা

মূল্য : ৳ ৫০.০০

ISBN : 984-882-035-8

সৌজন্যে : ডানিডা

www.pathagar.com

উৎসর্গ

নারী সংবাদকর্মীগণ–
অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে
যারা কলম সৈনিক।

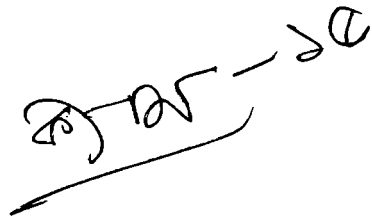

www.pathagar.com

www.pathagar.com

মুখবন্ধ

প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে অন্যান্য সব বৈষম্য আর অসঙ্গতির মতোই জেন্ডার বৈষম্যও একটি দুরারোগ্য ব্যাধির মতো সমাজকে শক্তিহীন, স্থবির করে রাখে। সময়-সমাজ ভেদে এর মাত্রাগত ভিন্নতা থাকলেও সব সমাজে এবং কালে এমনকি সভ্যতার চরম উৎকর্ষের এই পর্যায়ে এসেও আমরা প্রতিনিয়ত এই বৈষম্যের নগ্ন বহিঃপ্রকাশ দেখতে পাই। অন্যসব বৈষম্য উচ্ছেদকল্পে দীর্ঘদিন ধরে নানারকম উদ্যোগ গৃহীত হলেও মজ্জাগত এই প্রবণতা দূর করতে সুদূরপ্রসারী এবং কার্যকর পদক্ষেপ খুব বেশি পরিলক্ষিত হয় না। বর্তমান বাস্তবতায় জনমানস বিনির্মাণে গণমাধ্যম একটি মুখ্য প্রভাবক হিসেবে কাজ করলেও এ ব্যাপারে ইতিবাচক পরিবর্তনে সহায়ক ভূমিকা পালনের পরিবর্তে এর প্রথাগত ও নেতিবাচক ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার প্রবণতা লক্ষণীয়। সংবাদকর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের 'নারী-পুরুষ'– শীর্ষক বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি এবং নারীকে বাণিজ্যিক পণ্য হিসেবে ব্যবহার করে মুনাফা অর্জনের অভিসন্ধির কারণেই মূলত গণমাধ্যমের ভূমিকাটি এ ব্যাপারে ক্রমশ ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠছে। বিকল্প গণমাধ্যমরীতি প্রতিষ্ঠা এবং স্থানীয় সাংবাদিকদের প্রয়োজনীয় সচেতনতা তৈরির লক্ষ্যে ম্যাস্-লাইন মিডিয়া সেন্টার কাজ করে যাচ্ছে। উপকূলীয় এলাকায় কর্মরত সংবাদকর্মীদের জন্য আয়োজিত সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণসমূহের অভিজ্ঞতার আলোকে এই নির্দেশিকাটির পর্ব-১ এর গ্রন্থনা ও পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন করেছেন মীর মাসরুর জামান ও ফিরোজ জামান চৌধুরী ; ম্যাস্-লাইন মিডিয়া সেন্টারের অনুরোধে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক সহিদ উল্যাহ লিপন রচিত এবং দ্য ফোরাম ফর ডেভেলপমেন্ট জার্নালিজম এন্ড কম্যুনিকেশন স্টাডিজ আয়োজিত গণমাধ্যমে জেন্ডার রিপোর্টিং– শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় উপস্থাপিত পাণ্ডুলিপিটি তার অনুমতিক্রমে পর্ব-২ এ সংযুক্ত করা হলো। আশা করি, নির্দেশিকাটি সংশ্লিষ্ট কাজে সংবাদকর্মীদের জন্য সহায়ক হবে যা জেন্ডার-সংবেদনশীল গণমাধ্যমরীতি প্রতিষ্ঠার পথকে প্রশস্ত করবে।

কামরুল হাসান মঞ্জু
নির্বাহী পরিচালক
ম্যাস্-লাইন মিডিয়া সেন্টার

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূচি

পর্ব - ১

জেন্ডার বিষয়ক ধারণা / ০২
জেন্ডার, সেক্স ও জেন্ডার, পুরুষতন্ত্র, উন্নয়ন ও জেন্ডার
জেন্ডার-সচেতনতা, মানবাধিকার ও জেন্ডার
জেন্ডার বিষয়ক আন্তর্জাতিক দলিল

জেন্ডার ও রিপোর্টিং / ১৩
জেন্ডার ও প্রচলিত রিপোর্টিং
রিপোর্টিং এ জেন্ডার-সংবেদনশীলতা
(ফোকাস / দৃষ্টিভঙ্গি, ইস্যু/ বিষয় নির্বাচন, তথ্য সংগ্রহ
রিপোর্ট লিখন, শব্দ/ বাক্য ব্যবহার, সম্পাদনা)

নমুনা বিশ্লেষণ ও সাধারণ সতর্কতা / ১৯
কেস স্টাডি - ১, ২, ৩, ৪, ৫

সার্বিক সুপারিশ ও নীতিমালা / ২৪
সংবাদ লেখার আগে মনে রাখুন
সংবাদ প্রকাশের আগে নিজেকে প্রশ্ন করুণ
জেন্ডার-সংবেদনশীল সংবাদ প্রকাশের নীতিমালা

পর্ব - ২

গণমাধ্যমে জেন্ডার : প্রাক্-কথন / ৩৩
জেন্ডার ও লিঙ্গ প্রসঙ্গ : ভ্রান্ত ধারণায় সামাজিকীকরণ / ৩৪
রিপোর্টিং : প্রসঙ্গ যখন জেন্ডার / ৩৬
জেন্ডার-সংবেদনশীল প্রতিবেদন রচনা : কতিপয় বিবেচ্য / ৩৮
সাধারণ ইস্যুতে নারী-পুরুষ : কয়েকটি উদাহরণ / ৪০
পুরুষ নির্দেশক শব্দ পরিহার : আরো কয়েকটি নজীর / ৪২
জেন্ডার-সংবেদনশীল প্রতিবেদন রচনা : কয়েকটি কৌশল / ৪৪
জেন্ডার-সংবেদনশীল প্রতিবেদন রচনা : কয়েকটি অনুশীলন / ৪৬
জেন্ডার-সংবেদনশীল প্রতিবেদন রচনা : সংবাদকর্মীর অনুসরণীয় / ৫০
শেষ কথা / ৫১

www.pathagar.com

www.pathagar.com

পর্ব - ১

www.pathagar.com

জেন্ডার বিষয়ক ধারণা

জেন্ডার
সেক্স ও জেন্ডার
পুরুষতন্ত্র
উন্নয়ন ও জেন্ডার
জেন্ডার-সচেতনতা
মানবাধিকার ও জেন্ডার
জেন্ডার বিষয়ক আন্তর্জাতিক দলিল

www.pathagar.com

জেন্ডার বিষয়ক ধারণা

জেন্ডার

প্রজনন বা জীবনের পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভূমিকা পালনের জন্য জীবদেহে (উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয়ক্ষেত্রে) প্রকৃতিপ্রদত্ত সুনির্দিষ্ট কিছু ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। মানুষের সভ্যতার প্রায় সূচনালগ্ন থেকে, এই সুনির্দিষ্ট দৈহিক ভিন্নতাকে সামাজিক অন্তঃক্রিয়া এবং ক্ষমতা-চর্চার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। এর ফলে সমাজে 'নারী-পুরুষ'– শীর্ষক বৈষম্যমূলক যে সত্তাদ্বয়ের ধারণা জন্ম হয়েছে তাই জেন্ডার। অর্থাৎ জেন্ডার একটি ধারণাগত অবস্থা মাত্র যা সামজে নারী-পুরুষের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াপ্রসূত সমাজে নারী ও পুরুষের অবস্থানকে নির্ধারণ করে এবং চিহ্নিত বা সূচিতও করে।

জেন্ডারকে বুঝতে হবে অনেকগুলো আর্থ-সামাজিক, ভূ-রাজনৈতিক ও নৃতাত্ত্বিক-সাংস্কৃতিক চরিত্রের ধারাবাহিকতায়। তবে এক কথায় বলা চলে, সমাজ কর্তৃক সৃষ্ট ও নির্ধারিত নারী ও পুরুষের মধ্যকার সার্বিক সম্পর্ক এবং মোট ফলকে জেন্ডার বলে। আরো সহজ করে বললে, পারস্পরিক ক্রিয়াশীল 'নারী-পুরুষ'– শীর্ষক 'ধারণাগত পৃথক সত্তাদ্বয়ে'র সম্পর্ক এবং ভূমিকাই জেন্ডার। যেহেতু সমাজ বৈচিত্রময়, জেন্ডারও সমাজ ও সময়ভেদে ভিন্নরকম হতে বাধ্য। তবে যে চিত্রটি আবহমান, তা হচ্ছে, সমাজে একজন নারী বা একজন পুরুষের অবস্থান সম্পর্কে মোটামুটি নিশ্চিতভাবেই ধারণা প্রদান করে জেন্ডার এবং একজন নারী বা পুরুষকে সেই সমাজের প্রেক্ষিতে ক্ষমতাধরও করে তোলে।

সামাজিকভাবে আরোপিত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে 'মেয়ে শিশু' বা 'ছেলে শিশু' 'সামাজিক নারী' বা 'সামাজিক পুরুষ' হিসেবে গড়ে ওঠে। একটি নির্দিষ্ট সামাজিক আচার-আচরণ ও মূল্যবোধ-দৃষ্টিভঙ্গির চর্চা এবং অনুসরণের মাধ্যমে ছেলে বা মেয়ে শিশুটি সমাজের চাহিদা অনুযায়ী বেড়ে ওঠে এবং সে অনুযায়ীই ক্রিয়াশীল হয়। নারী ও পুরুষের পোশাক-পরিচ্ছদ, আচার-আচরণ, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও ক্ষমতাকাঠামো থেকে শুরু করে সব কিছুই নিয়ন্ত্রণ করে জেন্ডার। যেমন– ছোটবেলায় বন্ধুদের আড্ডায় আমরা অনেকেই শুনেছি, মেয়েরা পছন্দ করে টক, ঝাল আর কড়া স্বামী- এসবই প্রচলিত সংস্কার। এভাবেই একজন ছেলেশিশুকে সমাজ ক্রমশ 'পুরুষ এবং কড়া স্বামী' করে তোলে; আর সামাজিক কারণে মেয়েটি নিজেকে আবিষ্কার করতে থাকে 'কোমলমতী আর পরাজিত পক্ষ' বা 'নারী' হিসেবে।

www.pathagar.com

জেন্ডারের বৈশিষ্ট্য

- জেন্ডার নারী-পুরুষের জন্মগত ও সামাজিক পার্থক্যকে যুক্তিসঙ্গতভাবে চিহ্নিত করে।
- জেন্ডার নারী পুরুষের প্রজনন ভূমিকার সঙ্গে সামাজিক ভূমিকার পার্থক্য তুলে ধরে।
- জেন্ডার নারী অথবা পুরুষের সামাজিক ভূমিকা ও অবস্থান নির্দেশ করে।
- জেন্ডার আরোপিত ও সমাজ-সংস্কৃতি ভিত্তিক।
- 'জেন্ডার' শব্দটির সঙ্গে 'ক্ষমতা' ব্যাপারটি জড়িত; সমাজে পুরুষ ও নারীর ক্ষমতার মাত্রা নির্ধারণ করে জেন্ডার।
- জেন্ডার নারী-পুরুষের আচার-আচরণগত এবং স্থানকালভেদে পরিবর্তনীয়।
- জেন্ডার নারী-পুরুষের মধ্যে বস্তুনিষ্ঠ ও ইতিবাচক সম্পর্ককে সামনে নিয়ে আসে।
- জেন্ডার নারী-পুরুষের মধ্যকার সম্পর্কগুলোর মধ্যে কোনগুলো শারীরিক কারণে নির্ধারিত এবং কোনগুলো সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট তা নির্ধারণ করে।

সাংবাদিকরা জেন্ডার শব্দটি কেন ব্যবহার করবেন

- জেন্ডার নারী-পুরুষের শারীরিক ও সামাজিক পার্থক্যকে যুক্তি সহকারে চিহ্নিত করে।
- নারী উন্নয়ন সংবাদে জেন্ডার প্রত্যয়টি নারী ও পুরুষের সামাজিক সম্পর্ক বোঝাতে অধিকতর উপযোগী।
- জেন্ডার শব্দটি নারী-পুরুষ উভয়কেই বোঝায়।
- জেন্ডার নারী-পুরুষের শারীরিক ভূমিকার সঙ্গে সামাজিক ভূমিকার পার্থক্য তুলে ধরে।
- জেন্ডার নারী-পুরুষের মধ্যকার দ্বান্দ্বিক ও ইতিবাচক সম্পর্ককে সামনে নিয়ে আসে।

সেক্স ও জেন্ডার

সেক্স

শারীরিক যে গঠন ও প্রক্রিয়া জীবনের পুনরুৎপাদন বা জীবনের ধারাবাহিকতা রক্ষায় সক্রিয় তাই সেক্স বা লিঙ্গ। আমরা জানি, সৃষ্টির অমোঘ নিয়মে মানুষের ক্ষেত্রেও দু'ধরনের সেক্সই নির্ধারিত, যাকে আমরা সাধারণভাবে বুঝি এবং অভিহিত করি, পুরুষ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন সেক্স এবং নারী বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন সেক্স হিসেবে।

এখানে এটা উল্লেখ করা নিতান্তই বাতুলতা হবে যে শুধুমাত্র যৌন এবং পুনরুৎপাদনের ক্ষেত্রে কিছু পার্থক্য ছাড়া এই 'ধারণাগত পৃথক সত্তাদ্বয়ে'র সামগ্রিক শারীরিক ও মানসিক গঠন এবং বিকাশে চুল পরিমাণ পার্থক্যও চিহ্নিত করা সম্ভব নয়।

www.pathagar.com

সেক্স ও জেন্ডারের মধ্যে পার্থক্য

সেক্স ও জেন্ডারের পার্থক্য সূক্ষ্ম ও সঠিকভাবে বুঝতে হয় সাংবাদিকদের। কিছু মানুষ মনে করে- জন্মগতভাবেই নারী ও পুরুষের মধ্যে পার্থক্য ও অসমতা তৈরি হয়েছে। এটা কি সত্য? নাকি এই পার্থক্য ও অসমতা তৈরি করেছে সমাজ? বাংলায় 'সেক্স' ও 'জেন্ডার' দুটোর অর্থই লিঙ্গ। কিন্তু 'সেক্স' জন্মগতভাবে অর্জিত এবং একটি শারীরবৃত্তিয় বৈশিষ্ট্য আর 'জেন্ডার' হচ্ছে এই শারীরবৃত্তিয় বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষিতে ও উদ্দেশ্যমূলক চর্চার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত সামাজিক ধারণা ; নারী-পুরুষের যৌন ও প্রজনন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের জন্য প্রকৃতি নির্ধারিত ও নির্বাচিত দৈহিক ভিন্নতা সূচিত করে নারী-পুরুষের 'সেক্স'। অন্যদিকে নির্দিষ্ট সামাজিক প্রেক্ষাপটে সমাজ কর্তৃক নির্মিত ক্ষমতা ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের পরিধির মাধ্যমে নির্ধারিত হয় 'জেন্ডার'। দেখা যাচ্ছে, জেন্ডার-ভিন্নতা তাই জন্মগত বৈশিষ্ট্যের পরিণতি নয় বরং সমাজ কর্তৃক আরোপিত ; নারীর শারীরিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে এমন কিছু নেই যার জন্য তাকে সারা জীবন সঙ্কীর্ণ গৃহকর্মে আবদ্ধ হয়ে থাকতে হবে এবং সে বাইরের কাজের অনুপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে।

প্রাকৃতিক বা জন্মগতভাবে সৃষ্ট নারী-পুরুষের বৈশিষ্ট্যসূচক ভিন্নতা কিংবা শরীরবৃত্তিয়ভাবে নির্ধারিত নারী-পুরুষের বৈশিষ্ট্য পরিবর্তনযোগ্য নয় বা তার প্রয়োজনও নেই। আর জেন্ডার হচ্ছে সামাজিকভাবে গড়ে ওঠা নারী-পুরুষের পরিচয়, সামাজিকভাবে নির্ধারিত নারী-পুরুষের মধ্যকার সম্পর্ক, সমাজ কর্তৃক আরোপিত নারী-পুরুষের ভূমিকা— যা পরিবর্তনশীল এবং যার প্রয়োজনীয় ইতিবাচক পরিবর্তন সভ্যতার জন্য সুফল বয়ে আনে।

নারী-পুরুষের বৈষম্য, আলাদা চালচলন, উচ্চ-নীচ ভেদাভেদসহ সম্পূর্ণ আলাদা চিন্তা ও কর্মরীতি তথা কঠোরভাবে অনুসৃত ভিন্ন জীবনরীতি তৈরি করেছে সমাজ; সমাজ মানে আমরা নিজেরাই। ধনী-দরিদ্র, হিন্দু-মুসলমান কিংবা কালো-সাদা ভেদাভেদের মতোই পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে ব্যবধান তাও সমাজের তৈরি ; জন্মগতভাবে বা প্রাকৃতিকভাবে তা নির্ধারিত নয়।

সমাজে একজন নারী বা একজন পুরুষ কী রকম আচরণ করবে তা প্রকাশ করে জেন্ডার। নারী ও পুরুষের কার কী রকম পোষাক-পরিচ্ছদ হবে, এমনকি কে কী রকম আশা-আকাঙ্ক্ষা বা প্রত্যাশা করবে— তাও প্রকাশ করে জেন্ডার। যেমন : প্রচলিত জেন্ডার ধারণায় নারীরা হলো কোমল হৃদয়, আবেগপ্রবণ, শান্ত; আর পুরুষরা হবে কঠোর, যুক্তিবাদী, পরিশ্রমী ইত্যাদি।

সমাজে একজন ব্যক্তির ভূমিকা কী— জেন্ডার তা প্রকাশ করে। যেমন : রান্না-বান্না, সন্তান লালন-পালনসহ ঘরের কাজ হলো নারীর; আর আয়-উপার্জন, বিচার-সালিশ সহ বাইরের কাজ হলো পুরুষের। কিন্তু এ বিষয়গুলো দেশ বা সংস্কৃতি ভেদে যে ভিন্ন ভিন্ন হয়, তা ইউরোপীয়

www.pathagar.com

নারী-পুরুষ এবং বাংলাদেশের নারী-পুরুষের মধ্যে তুলনা করলেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কেননা ইউরোপের একজন নারী এবং বাংলাদেশের একজন নারীর কাজ, ভূমিকা এবং আচার-আচরণের ক্ষেত্রে ভিন্নতা রয়েছে। ইউরোপের একজন নারী অবাধে তার পছন্দ অনুযায়ী স্বাধীনভাবে চলতে পারে, পোশাক পরতে পারে, কাজ-কর্ম করতে পারে। কিন্তু বাংলাদেশের একজন নারীর পক্ষে স্বাধীনভাবে কাজ করা এখনও সম্ভব হয়ে ওঠেনি। এটিই আসলে বাংলাদেশের সামাজিক প্রেক্ষাপটে বাঙালি নারীর জেন্ডার বৈশিষ্ট্য ; পুরুষের ঠিক উল্টোটা। যেহেতু এ সব বিষয় সমাজ কর্তৃক নির্ধারিত তাই সমাজ পরিবর্তনের সাথে সাথে মনস্তাত্ত্বিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবে অর্পিত নারী-পুরুষের এসব বৈশিষ্ট্য, আচরণ ও ভূমিকাও পরিবর্তিত হতে বাধ্য।

পুরুষতন্ত্র

পুরুষতন্ত্র এমন একটি সামাজিক ব্যবস্থা বা ধারণা যেখানে পুরুষ সকল বিষয়ে নারীর উপর অবস্থান করে। পুরুষের প্রাধান্যই এর মূল সুর। ফলে পুরুষতন্ত্রের পরাক্রমশালী সমাজ কাঠামোর পিঠে ফুটে উঠেছে, পুরুষ কতৃক নারীর উপর দমন-পীড়ন, লাঞ্ছনা-গঞ্জনা আর অপমান-অবহেলা নামক চাবুকের দগদগে ক্ষত আর রন্ধ্রে রন্ধ্রে ধ্বনিত হয় নারীর দীর্ঘশ্বাস ; গুমড়ে ওঠে চাপা আর্তনাত। তবু যুগের পর যুগ পুরুষতন্ত্রের সতর্ক, ধূর্ত ও কঠোর নাগপাশে আবদ্ধ হয়ে পুরুষের সকল নির্যাতন, দমন, অবহেলা মেনে নিতে বাধ্য হয় নারী। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে মানুষের মনোকাঠামো এমনভাবে তৈরি করা হয় যে পুরুষমাত্রই প্রাচুর্য, সাফল্য, দৃঢ়তা বিজয়, ও কল্যাণের প্রতিমূর্তি। অন্যদিকে, নারী হচ্ছে সমস্ত নঞর্থকতার যোগফল মাত্র। এমনকি আমরা দেখতে পাই, কিছু মানসিক চরিত্রকে নারী সুলভ বৈশিষ্ট্য হিসেবে চিহ্নিত করে উপহাস ও বিদ্রুপও করা হয়।

সমাজ, সংস্কৃতি ও বিভিন্ন ধর্মের আড়ালে পুরুষ কর্তৃকই পুরুষতন্ত্রের সৃষ্টি এবং এগুলোর নামেই চলে পুরুষতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা, প্রচার ও প্রসার; ক্রমাগত চলতে থাকে পুরুষের উপর যাবতীয় এবং অবশ্যই অতিরিক্ত দায়িত্ব অর্পণ ; কাঁধে তুলে নেয়া এসব দায়িত্ব পালন করে পুরুষ হয়ে ওঠে গৌরবান্বিত, মহীয়ান সত্তা; কুক্ষিগত করে রাখে যাবতীয় স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি, ক্ষমতা, এমনকি কোনো না কোনোভাবে অগণ্য নারীর জীবন। উল্লেখ্য, পৃথিবীর শতকরা দশভাগ মাত্র সম্পদের মালিক নারী।

আমাদের বৈষম্যমূলক সমাজ কাঠামোয় পুরুষও নানা বৈষম্য আর নির্যাতনের শিকার। কিন্তু সমাজ কাঠামোর প্রকৃতি পুরুষতান্ত্রিক হওয়ায় পুরুষের তুলনায় নারীর অবস্থান আরো নিচে, আরো প্রান্তে।যে কোনো আগ্রাসন এবং বৈষ্যমের প্রথম শিকার হয় নারী। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ

www.pathagar.com

নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক এই কাঠামোটিই টিকিয়ে রাখতে চায়। আর টিকিয়ে রাখার এই কাজে পরিবার, আইন কিংবা সমাজের অন্যসব প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি গণমাধ্যমের ভূমিকাও অত্যন্ত নেতিবাচক অবস্থানে দেওয়া যায়। ফলে সংবাদপত্রেও আমরা নারীর প্রতি প্রচলিত পুরুষতান্ত্রিক মনোভাবের প্রকাশ দেখি ; নারীর দুর্বল, অধস্তন, অসহায় আর পরনির্ভরশীল রূপটি দিনের পর দিন সংবাদপত্রে পুনরুৎপাদিত হতে দেখি।

পুরুষতন্ত্রের ধারক বাহক শুধু পুরুষ নয়; নারীকেও এ চেতনায় বিশ্বাসী ও ভীষণ রকম আস্থাশীল করে তোলা হয়েছে। নিজের প্রতি নেতিবাচক আচরণ দেখতে দেখতে নারী, পুরুষতন্ত্রকে নিয়ম বলে মেনে নেয় এবং নিজেকে সমাজে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি এবং পুরুষের মনোরঞ্জনকারী হিসেবে বিবেচনা করতে এমনকি ভালোবাসতে শুরু করে।

পুরুষতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য

- পুরুষতন্ত্র সামাজিক ধারণা থেকে গড়ে ওঠে।
- পুরুষতন্ত্র পুরুষের উৎকর্ষকেই গুরুত্ব দেয়।
- পুরুষতন্ত্র পুরুষসুলভ বৈশিষ্ট্যকে সদগুণ, সামাজিক কল্যাণ, নিয়ন্ত্রণ ও সাফল্যের ইঙ্গিতবাহী বলে প্রতিষ্ঠা করে।
- পুরুষতন্ত্র নারীসুলভ বৈশিষ্ট্যকে চারিত্রিক খুত, ত্রুটি ও সামাজিক শৃংখলার পরিপন্থি বলে চিহ্নিত করে।
- পুরুষতন্ত্র, পুরুষ কর্তৃত্বের একটি নীতি যা সামাজিক, রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে নারীকে নিপীড়ন করে।
- পুরুষতন্ত্রে লৈঙ্গিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য প্রবলভাবে বিদ্যমান।
- নারী-পুরুষ সকলেই 'পুরুষতন্ত্রে' বিশ্বাসী ও আস্থাশীল হয়ে ওঠে।

উন্নয়ন ও জেন্ডার

উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সঙ্গত কারণেই 'জেন্ডার' এবং 'সেক্স'এর মধ্যে সুনির্দিষ্ট পার্থক্য টানা জরুরি। এ ব্যাপারে জাতিসংঘের 'উন্নয়ন অধিকার ঘোষণা'টি স্মর্তব্য। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ(১৯৮৬)'র উন্নয়ন অধিকার সংক্রান্ত ঘোষণা মতে– "উন্নয়ন' হলো একটি সমন্বিত অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মধারা যার লক্ষ্য 'সমগ্র জনসাধারণ' ও প্রত্যেক ব্যক্তির সক্রিয়, স্বাধীন ও অর্থবহ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।" এই ঘোষণাপত্রের 'সমগ্র জনসাধারণ' শব্দযুগল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ নারীকে উন্নয়নের মূল স্রোতধারার বাইরে রেখে শুধু পুরুষকেন্দ্রিক উন্নয়নের মাধ্যমে সভ্যতা ও সমাজের উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই উন্নয়নের প্রথম ও

www.pathagar.com

অপরিহার্য শর্ত হলো– সংবেদনশীল আচরণ, নারী-পুরুষের পারস্পরিক সহৃদয়তা ও মর্যাদাবোধ এবং কর্মক্ষেত্রসহ সকল সামাজিক বৈষম্যের অবসান।

নারী-পুরুষের জেন্ডার-সম্পর্ক জাতি, ধর্ম, সংস্কৃতিভেদে ভিন্ন রকম হলেও গোটা বিশ্বজুড়ে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে অভিন্ন অবস্থা বিদ্যমান। এক. জেন্ডার ভিত্তিক শ্রম বিভাগ অর্থাৎ নারী-পুরুষের দৈনন্দিন কাজ, দায়-দায়িত্ব, ব্যবহৃত সময়ের ক্ষেত্রে ভিন্নতা এবং অসমতা। দুই. পুরুষের তুলনায় সম্পত্তি, ক্ষমতা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নারীর সুযোগের সীমাবদ্ধতা ও অধিকারহীনতা।

আমাদের সমাজ অর্থাৎ আমরাই নির্ধারণ করে দেই যে, সমাজের প্রতিটি স্তর, যেমন: রাজনীতি, অর্থনীতি কিংবা উন্নয়নের সকল ক্ষেত্রে পুরুষ হচ্ছে মুখ্য আর নারী হচ্ছে গৌণ ; আমাদের সমাজ নারীকে অর্থনৈতিকভাবে ক্ষমতাহীন এবং পুরুষকে ক্ষমতাবান করে তোলে ; একই কাজের জন্য পুরুষের তুলনায় নারীকে কম মজুরি দেয় এমনকি ক্ষেত্র বিশেষে তার কাজের স্বীকৃতিই দেয়া হয়না। অথচ সমান কাজের জন্য সমান মজুরি ও স্বীকৃতি প্রাপ্তি একটি সাধারণ প্রত্যাশা ও অধিকার। আবার আমাদের তৃণমূল সমাজ কাঠামোর দিকে তাকালে দেখা যায়, গ্রামের একজন গৃহিণী ব্যক্তিগত উদ্যোগে হাঁস-মুরগি পালন করেন কিন্তু অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব চলে যায় বাড়ির কর্তা-পুরুষটির হাতে; সেগুলো বিক্রি করে পুরুষটিই হয়ে ওঠেন এই উৎপাদনের নিয়ামক শক্তি। উন্নয়ন দৃষ্টিকোণ থেকে হাঁস-মুরগী পালনের মাধ্যমে অর্জিত সম্পদে নারীর মালিকানা স্বীকৃত হওয়ার কথা। জেন্ডার-সংবেদনশীল রিপোর্টিং এর ক্ষেত্রে তৃণমূল পর্যায়ের সাংবাদিকদের উন্নয়নের এই বিষয়গুলো খতিয়ে দেখতে হবে, তার স্বরূপ উন্মোচন করতে হবে।

একটি উদাহরণ দেওয়া যাক ; 'এ বছর ধানের ভালো ফলন হয়েছে'- এ ধরনের কোনো রিপোর্ট করার ক্ষেত্রে দেখা যায়, সংবাদপত্রে শুধু মাঠে কর্মরত কৃষকের কর্মকাণ্ডের চিত্রটিই উঠে আসে, কিন্তু এই ভালো ফলনের ক্ষেত্রে কৃষাণিরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে; কিন্তু তাদের কথা কিছুমাত্র প্রকাশ করতেও আমাদের সংবাদপত্র প্রায় সবক্ষেত্রেই ভুলে যায় ! অথচ কৃষকের মাঠের কাজের পাশাপাশি কৃষাণির বীজ সংরক্ষণ, গোবর ও ছাই দিয়ে জৈব সার উৎপাদন, ধান মাড়াইয়ে শ্রম প্রদানসহ অন্যান্য প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের কথা সংবাদপত্রে উঠে আসা জরুরি।

দেশের দক্ষিণাঞ্চলের শিশুদের জীবনযাত্রার কথা কল্পনা করলে আমাদের চোখে ভেসে ওঠে নৌকা করে ছেলেদের মাছ ধরা, নৌকা চালানো প্রভৃতি; আমাদের দৃষ্টির বাইরে থেকে যায় ঐ এলাকার মেয়ে শিশুরা কী করছে, তাদের জীবনযাপন কী রকম ইত্যাদি।

www.pathagar.com

তেমনিভাবে 'উপকূলে শুটকি চাষ' বিষয়টি নিয়ে রিপোর্ট করতে গিয়ে শুধু পুরুষদের সংগ্রাম আর কষ্টের কথা তুলে আনলেই চলবেনা ; নারী শ্রমিকরা কীভাবে শ্রম শোষণের শিকার হচ্ছে, কীভাবে জীবনযাপন করছে তাও তুলে আনতে হবে ; অর্থাৎ জেন্ডার-সংবেদনশীল রিপোর্ট করার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ সকলের দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডের প্রতি সজাগ দৃষ্টি নিবদ্ধ করা প্রত্যেক সাংবাদিকের কর্তব্য। জেন্ডার যেহেতু সামাজিক বিষয়, তাই আমাদের সমাজের প্রেক্ষাপটে পিছিয়ে পড়া নারীর সাফল্য ও সংগ্রামের কাহিনী তুলে আনা জেন্ডার-সংবেদনশীল রিপোর্টিং-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হিসেবে বিবেচিত হওয়া জরুরি।

উন্নয়নে জেন্ডার-সচেতনতা

জেন্ডার-সচেতনতা উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক। কোনো কিছুই যে জেন্ডার নিরপেক্ষ নয় এবং নারী যে সমাজের সকল ক্ষেত্রে পিছিয়ে রয়েছে সে বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারা 'জেন্ডার' বিষয়ে সচেতনতার প্রথম ও প্রধান শর্ত।

সুতরাং জেন্ডার সচেতনতার পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হচ্ছে - ইতিবাচক বৈষম্যকে উপলব্ধি করতে পারা। Gender equity অর্থাৎ 'জেন্ডার ন্যায়পরায়ণ' সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য নারী উন্নয়নের প্রাথমিক ধাপ হিসেবে নারীকে অনেক ক্ষেত্রে 'ইতিবাচক বৈষম্য' (positive discrimination)-এর মাধ্যমে সুবিধা দিতে হবে। যেমন: চাকরিতে কোটা, নির্বাচনে নারীদের অংশগ্রহণের সুযোগ ইত্যাদি। সাংবাদিক যদি জেন্ডার সচেতন হন, তিনি এসব 'ইতিবাচক বৈষম্য'কে উৎসাহিত করে প্রতিবেদন তৈরি করবেন।

জেন্ডার-সচেতনতার তিনটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো –

এক : পুরুষের তুলনায় নারী সমাজকে সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠী (খাদ্য, চিকিৎসা ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে) হিসেবে বিবেচনা করা

দুই : নারীর ভিন্নতর এবং বিশেষ চাহিদাকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় রাখা

তিন : উন্নয়নের অনিবার্য পরিণতি, নারীর সমঅধিকার অর্জন এবং ক্ষমতায়নের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ।

জেন্ডার-সচেতনতা বলতে কেউ কেউ, 'নারীদের চাহিদা ও ইস্যু নিরূপণ এবং যে কোনো ইস্যুকে নারীর স্বার্থ ও অধিকারের দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা'-কে বোঝান। সমাজ-সংস্কৃতিতে নারী-পুরুষের জেন্ডার-সম্পর্কের বিষয়টি বিবেচনায় রেখেই সাংবাদিককে তার কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।

www.pathagar.com

মানবাধিকার ও জেন্ডার

জন্ম থেকেই আমাদের শিশুরা পারিবারিক পরিমণ্ডলে, সামাজিক আবহে এমনকি বাবা-মা'র দ্বারা জেন্ডার বৈষম্যের শিকার। 'মাছের মাথা হচ্ছে ছেলের জন্য'- এ ধরনের বৈষম্যমূলক মনোবৃত্তি জগদ্দল পাথরের মতো আমাদের সমাজে এখনও জেকে বসে আছে। দুঃখজনক হলেও এটাই সত্য যে, বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত মেয়েরা দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষ হিসেবে বিবেচিত। মেয়ে শিশুর চেয়ে ছেলে শিশুরা আমাদের সমাজে প্রায় সকল ক্ষেত্রেই বেশি সুবিধা পেয়ে থাকে ; এখানে মেয়ে শিশুটি তার মৌলিক মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। এদেশে আজো পরিবারে কোনো মেয়ে জন্মগ্রহণ করলে একটা চাপা কষ্টের স্রোত বয়ে যায় আত্মীয়-স্বজনদের মনে ! বেশির ভাগ মেয়ে-শিশুই পর্যাপ্ত যত্ন-ভালবাসা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয় ; পরিবার ও সমাজের ভিতরে বহমান এসব বৈষম্য শুধু মেয়েদেরই ক্ষতিগ্রস্ত করছে না, পুরো পরিবার ও সমাজের ক্ষতি করে চলেছে।

মানবাধিকার

মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকা, বেড়ে ওঠা ও আত্মিক উন্নতির জন্যে মানুষের যেসব অধিকার দরকার সেগুলো মানবাধিকার। এ অধিকারগুলোর মধ্যে রয়েছে- মৌলিক অধিকার বা সাংবিধানিক অধিকার, নাগরিক অধিকার, সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক অধিকার ইত্যাদি। জাতিসংঘের সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্রে এই অধিকারগুলো স্বীকৃত হয়েছে।

মানবাধিকারের বৈশিষ্ট্য

- মানবাধিকার এমন কিছু অধিকার যা প্রত্যেক মানুষের প্রাপ্য।
- মানবাধিকার হচ্ছে সকলের অধিকার ; কোনো শ্রেণী, গোষ্ঠী বা দলের নয়।
- মানবাধিকার কোনো বিশেষ মর্যাদা বা সম্পর্কের উপর নির্ভরশীল নয়।
- মানবাধিকার হচ্ছে এমন অধিকার যা আদায়যোগ্য।
- মানবাধিকার বিশ্বের সব স্থানের সব কালের সব মানুষের সমানভাবে প্রাপ্য।
- মানবাধিকার কারো কোনো দানের ব্যাপার নয় এবং এ প্রাপ্তি কারো দয়ার উপর নির্ভরশীল নয়।

মানবাধিকার বৈশিষ্ট্যের দ্বিতীয় অংশে দেখা যাচ্ছে, মানবাধিকার হচ্ছে সকলের অধিকার ; কোনো শ্রেণী, গোষ্ঠী, বা দলের নয়। কিন্তুআমাদের সংবাদপত্রে সমাজের একটি বিশেষ অংশ 'পুরুষ' শ্রেণীটির সাফল্য-ব্যর্থতার সংবাদই বেশি মাত্রায় উঠে আসতে দেখি; নারী-সংবাদ উঠে আসলেও তা আসে খণ্ডিত, বিকৃত, পক্ষপাতদুষ্ট এবং বাণিজ্যক দুরভিসন্ধিকে মাথায় রেখে।

www.pathagar.com

কিন্তু মাঠের অর্ধেক ফসল খুব ভালো, পরিপুষ্ট আর অর্ধেক পোকা-ধরা ও অপরিপুষ্ট হলে একজন কৃষক কি খুশি হতে পারেন ? তাহলে একটি সমাজের অর্ধেক সদস্যকে কম খাবার ও কম পুষ্টি দিয়ে, কম চিকিৎসার সুযোগ দিয়ে, কম শিক্ষিত রেখে কীভাবে সমাজ ও সভ্যতা এগিয়ে যাবে?

তাই সমাজে প্রচলিত জেন্ডার-বৈষম্যমূলক এসব বিষয় পরিবর্তন করা খুবই জরুরি। এই অবস্থা মোকাবেলায় গণমাধ্যম একটি কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারে। সেক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে হবে গণমাধ্যমকর্মী তথা সাংবাদিকদের। প্রচলিত সমাজে মেয়ে এবং ছেলের মধ্যকার বুদ্ধি ও চিন্তাভিত্তিক মিলগুলোকে উৎসাহিত করার পরিবর্তে অমিল বা পার্থক্যগুলোকেই তুলে ধরা হয়, ফলে বৈষম্য বাড়তেই থাকে। আর সে জন্যই মেয়ে এবং ছেলে ভিন্নভাবে বড় হয়ে ওঠে ; তাদের গন্তব্যও হয় আলাদা। এভাবেই তৈরি হয় নারী ও পুরুষের মধ্যে বিবাদ ও বির্তক। একই পরিবারে আমরা দেখি ছেলেরা উজ্জ্বল, আর মেয়েরা ম্লান। এই ধরনের জেন্ডার পরিস্থিতি শুধুমাত্র মেয়েদেরই ক্ষতি করছে না, ক্ষতি করছে পুরো পরিবার, সমাজ এবং সমগ্র দেশের। ছেলে বা পুরুষ হিসেবে জন্মগ্রহণ করার যোগ্যতায় নানা ধরনের অনমনীয় নিয়ম-কানুন ও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে ছেলেদের উপর ; আরোপ করা হচ্ছে বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন গুণাবলী। ফলে ছেলেরাও একভাবে অসহায় ও বন্দি ; তারাও জেন্ডার-বৈষম্যের শিকার।

জেন্ডার বিষয়ক আন্তর্জাতিক দলিল

জেন্ডার-সংবেদনশীল রিপোর্ট প্রণয়নের জন্য জাতিসংঘ প্রণীত 'নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ (সিডো দলিল)'-এর নিম্নোক্ত ধারাসমূহ সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকা জরুরি–

- কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন যাতে নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করতে না পারে তা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে সকল উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা। (ধারা- ২ঙ)
- প্রচলিত যে সকল আইন, বিধি, প্রথা ও অভ্যাস নারীর প্রতি বৈষম্য সৃষ্টি করে সেগুলো পরিবর্তন অথবা বাতিল করার উদ্দেশ্যে আইন প্রণয়নসহ সকল উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা।(ধারা-২চ)
- যে সব জাতীয় দণ্ড-বিধান নারীর প্রতি বৈষম্য সৃষ্টি করে সেগুলো বাতিল করা। (ধারা-২ছ)
- সকল ধরনের সাধারণ কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ক্ষেত্রে এবং কর্মজীবনে নারী-পুরুষের মধ্যে সমতা নিশ্চিত করা। (ধারা-১০ক)

www.pathagar.com

- মেয়ে-শিশুর বিদ্যালয় ত্যাগের হার কমানো এবং যেসব বালিকা এবং তরুণী নির্দিষ্ট সময়ের আগেই বিদ্যালয় ত্যাগ করছে তাদের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করা।(ধারা-১০চ)
- পরিবারের স্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিত করতে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে পরিবার-পরিকল্পনা সম্পর্কিত তথ্য ও পরামর্শসহ নির্দিষ্ট শিক্ষামূলক তথ্য পাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করা। (ধারা-১০জ)
- কর্মে নিয়োগের ক্ষেত্রে একই বাছাই মানদণ্ডের ভিত্তিতে নিয়োগ-সুবিধা পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত করা। (ধারা ১১-১খ)
- বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধাসহ সমান পারিশ্রমিক, একই মানের কাজের ক্ষেত্রে একই আচরণ, সেই সাথে কাজের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সমান আচরণের অধিকার। (ধারা ১১-১ঘ)
- সন্তান জন্মদান প্রক্রিয়ায় নিরাপত্তাসহ স্বাস্থ্যরক্ষা ও কাজের পরিবেশে নিরাপত্তার অধিকার। (ধারা ১১-১চ)
- গর্ভাবস্থায় যে ধরনের কাজ নারীর জন্য ক্ষতিকর বলে প্রমাণিত, গর্ভকালে তাদেরকে সে ধরনের কাজ থেকে বিশেষভাবে রক্ষার ব্যবস্থা করা। (ধারা ১১-২ঘ)

www.pathagar.com

জেন্ডার ও রিপোর্টিং

জেন্ডার ও প্রচলিত রিপোর্টিং

রিপোর্টিং এ জেন্ডার-সংবেদনশীলতা

ফোকাস / দৃষ্টিভঙ্গি

ইস্যু/ বিষয় নির্বাচন

তথ্য সংগ্রহ

রিপোর্ট লিখন

শব্দ/ বাক্য ব্যবহার

সম্পাদনা

www.pathagar.com

জেন্ডার ও প্রচলিত রিপোর্টিং

বাংলাদেশের বেশির ভাগ সংবাদপত্রে পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিটিই প্রতিনিয়ত প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। জেন্ডার-সংশ্লিষ্ট রিপোর্টিং এর ক্ষেত্রে এ প্রবণতা বেশি মাত্রায় লক্ষণীয়। প্রচলিত পুরুষতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণার ভিতরে থেকে কাজ করে বলেই পত্রিকাসমূহে নারীর অধস্তন রূপটি আমরা সব সময় লক্ষ্য করি। সচেতন এবং অবচেতন দু'ভাবেই এ প্রক্রিয়াটি চলতে থাকে। যেমন: প্রধান দুই রাজনৈতিক দলের বিবাদের ঘটনাকে হরহামেশা 'দুই মহিলার ঝগড়া' হিসেবে দেখানো হয়; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি রাজনৈতিক বিবাদ। অন্যদিকে, দুর্ঘটনার খবর পরিবেশন করতে গিয়ে প্রায় ক্ষেত্রেই দেখা যায় '৪ জন মহিলা, ২ শিশু সহ ১৫ যাত্রী নিহত'। এ ধরনের রিপোর্টে নারী ও শিশুকে যাত্রী হিসেবে না দেখে 'অসহায় ও দুর্বলের প্রতিকৃতি' হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। সাংবাদিকরা যেহেতু সমাজের অগ্রসর অংশ তাই তাদের এ বিষয়টি নিয়ে নতুন করে চিন্তার প্রয়োজন রয়েছে।

আমাদের সংবাদপত্রে নারী-সংশ্লিষ্ট সংবাদগুলোর সিংহভাগই অপরাধ-সংবাদ। প্রায় সব ক্ষেত্রে দেখা যায়, সংবাদগুলো অসম্পূর্ণ এবং পক্ষপাতদুষ্ট। গত ৫ বছরের একটি অন্যতম আলোচিত সংবাদ ছিল, 'নতুন শতাব্দীর সূচনালগ্নে থার্টি ফার্স্ট নাইটে এক তরুণী লাঞ্ছিত'। জেন্ডার বিষয়ক প্রচলিত রিপোর্টিং-এর এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণও বটে। ঐ রাতে টিএসসি'র সেই ঘটনায় কয়েকটি দৈনিক 'জেন্ডার-অসংবেদনশীল' ছবি ও সংবাদ প্রকাশ করে ভুক্তভোগী মেয়েটিকেই বরং হেয় প্রতিপন্ন করে। দৈনিক ইনকিলাব 'হাই সোসাইটির মেয়ে', 'বেলেল্লাপনা' প্রভৃতি জেন্ডার-অসংবেদনশীল শব্দ ব্যবহার করে প্রকারান্তরে ঘটনার জন্য মেয়েটিকে দায়ী করে। মেয়েটির পারিবারিক পরিচয়, পড়াশোনা আর পেশা নিয়ে একেক পত্রিকা একেক রকম কাল্পনিক বর্ণনা দেয়, যা ঐ মেয়েটির জন্য খুবই অপমানকর। যেমন দৈনিক মানবজমিন কয়েক কিস্তি সংবাদ ছাপিয়েছে মনগড়া তথ্য দিয়ে ; 'চোখের সামনে বদলে গেল বাঁধন'- শিরোনামের রিপোর্টে ঐ তরুণী কীভাবে 'খারাপ' আর 'উশৃঙ্খল' মেয়ে হলো তার উপর প্রতিবেদন প্রকাশ করে দৈনিকটি। এই ধারায় জেন্ডার-অসংবেদনশীল সংবাদ পরিবেশনের ফলে অপরাধীদের পরিবর্তে ঐ তরুণীর নামটিই পাঠকের মুখে মুখে উচ্চারিত হতে থাকে।

www.pathagar.com

অপরাধ-সংবাদ ছাড়াও কোনো কোনো ক্ষেত্রে সংবাদপত্রগুলো নারীকে পণ্য হিসেবে উপস্থাপন করে থাকে। যেমন: গোলাপের প্রদর্শনীতে, পাবলিক পরীক্ষায় কিংবা যে কোনো অনুষ্ঠানে কেবল নারীর ছবি ছাপাতে সব পত্রিকাই আগ্রহী। আবার যে কোনো দুর্যোগে নারীর অসহায় ও দুর্বল ইমেজকে তুলে ধরা হয় সংবাদ ও ছবিতে। ক্রীড়া-সংবাদ ও ছবিতে নারীর ক্রীড়া-নৈপুণ্যের চেয়ে তাকে যৌন আবেদনময়ী করে উপস্থাপন করার দিকেই ঝোঁক সবক'টি কাগজে স্পষ্ট।

নারী-সংশ্লিষ্ট নির্যাতনের সংবাদে অবৈধ প্রেমের ইঙ্গিত করা হয় এবং অভিযুক্ত করা হয় নারীকে ; আশ্চর্যজনকভাবে নির্যাতিতাকেই 'দুশ্চরিত্রা' প্রমাণ করার বালকোচিত প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। রগরগে ভাষার ব্যবহারে বিষয়টিকে এমনভাবে তুলে ধরা হয় যেন সকল কিছুর দায় হলো নারীর। আবার ধর্ষণের রসালো ও অতিরঞ্জিত বর্ণনাও অনেক কাগজে লক্ষ্য করা যায়।

প্রচলিত সংবাদের উপাদান হিসেবে একই শব্দ ভিন্নার্থে প্রকাশিত হয়। যেমন- সিনেমার নায়ক যখন তিনতলা থেকে লাফ দেন, পত্রিকায় শিরনাম হয় 'রিয়াজ সাহসী নায়ক'। আর নায়িকার পোশাক ছোট হয়ে পর্দায় যখন অর্ধনগ্ন শরীর প্রদর্শিত হয় তখন পত্রিকায় শিরনাম হয় 'মুনমুন আরো সাহসী হচ্ছে'। এখানে পুরুষের সাহস ও নারীর সাহসকে ভিন্নতর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তুলে ধরা হচ্ছে। এ ধরনের সংবাদ জেন্ডার-নিরপেক্ষ নয়। কারণ তিনতলা থেকে লাফ-ঝাঁপ দেয়ায় পুরুষকে সাহসী বলা হচ্ছে, অথচ নারীকে সাহসী বলার ছলে অর্ধনগ্নভাবে উপস্থাপন করছে আমাদের পুরুষতান্ত্রিক মিডিয়া।

রিপোর্টিং এ জেন্ডার-সংবেদনশীলতা

নারীর প্রতি প্রচলিত পুরুষতান্ত্রিক সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির বাইরে গিয়ে নারীর অবস্থা ও অবস্থানের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরার জন্যে যে রিপোর্টিং তাই 'জেন্ডার-সংবেদনশীল রিপোর্টিং'। সংবাদপত্রে ভিকটিম নারীর তথ্য উপস্থাপন করলেই চলবেনা ; নারীর উন্নয়ন, অগ্রযাত্রা এবং সাফল্যের কাহিনী বেশি মাত্রায় সংবাদপত্রে উঠে আসা দরকার। এছাড়া প্রকাশিত সকল ধরনের রিপোর্টে নারীর উপস্থিতি বৃদ্ধির পাশাপাশি জেন্ডার-সংবেদনশীলতার প্রেক্ষিত সংযোজন করা প্রয়োজন। জেন্ডার-সংবেদনশীল রিপোর্ট তৈরির সময় একজন সাংবাদিককে প্রথমেই ফোকাস এবং ইস্যু নির্বাচনের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখতে হয়।

www.pathagar.com

দৃষ্টিভঙ্গি/ ফোকাস

একজন রিপোর্টারকে জেন্ডার-সংবেদনশীল রিপোর্ট প্রণয়নের প্রতিটি ধাপে (তথ্য সংগ্রহ, রিপোর্ট লেখা ও রিপোর্ট সম্পাদনায়) নিম্নোক্ত দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি আন্তরিক হওয়া উচিত।

- সকল অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার ভোগে পুরুষ ও নারীর সমানাধিকার নিশ্চিত করা।
- নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল মানুষ সমানভাবে স্বাধীনতা এবং সমান মর্যাদা ভোগ করবে।
- সকল সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে নারী-পুরুষ সমানভাবে অংশগ্রহণ করবে।

ইস্যু/বিষয় নির্বাচন

বিষয় বা ইস্যু নির্বাচন জেন্ডার-সংবেদনশীল রিপোর্টিং'র প্রধানতম কাজ। একজন রিপোর্টারকে বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত উপাদানগুলোর প্রতি গুরুত্বারোপ করতে হবে–

- জেন্ডার-সংবেদনশীল এবং নারী-উন্নয়ন বিষয়ক ইস্যুগুলোকে প্রাধান্য দেয়া।
- তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে নারী-অধিকার বিষয়ক ঘটনাগুলোকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিবেচনা করা।
- নারী বিষয়ক সুপ্ত সামাজিক বিষয় তুলে আনা।
- নারীর আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক সম্ভাবনাগুলোকে খুঁজে বের করে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রণয়ন।

তথ্য সংগ্রহ

জেন্ডার-সংবেদনশীল রিপোর্ট প্রণয়নের ক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহের সময় যে বিষয়গুলোর উপর অধিক গুরুত্ব দিতে হবে –

- ভুক্তভোগীর বক্তব্য উপস্থাপনকে অগ্রাধিকার দেওয়া।
- ভুক্তভোগীর অবর্তমানে মাতা-পিতা ও আত্মীয়-স্বজনের সাথে কথা বলা।
- ভুক্তভোগী নারী হলে নারী-সংবাদসূত্র ব্যবহার করা। অর্থাৎ প্রতিবেশী এবং স্কুল-কলেজের সহপাঠী বা সঙ্গী-সাথীর কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা।
- জেন্ডার-সংবেদনশীল রিপোর্টিং'র ক্ষেত্রে সব সময় নারী-সংবাদসূত্রকে প্রাধান্য দেয়া।
- যদি ভুক্তভোগী ইউনিয়ন পরিষদ বা সালিশ বৈঠকে বিচারপ্রার্থী হয় তাহলে ইউপি নারী সদস্যের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।

www.pathagar.com

- স্থানীয় নারীদের আস্থা অর্জন করতে সচেষ্ট হওয়া, যাতে তারা সহজে প্রকৃত তথ্য প্রকাশ করে।
- সর্বোপরি, সাংবাদিকের কর্ম এলাকায় নারী-সংবাদসূত্র নির্মাণ ও তাদের সাথে প্রতিনিয়ত যোগাযোগ রক্ষা করা।

রিপোর্ট লিখন

প্রাপ্ত তথ্য থেকে জেন্ডার-সংবেদনশীল রিপোর্ট লেখার সময় বা রিপোর্ট চূড়ান্তকরণের সময় একজন রিপোর্টারকে যে সকল বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে–

- সামাজিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে নির্যাতনের শিকার অর্থাৎ ভুক্তভোগী নারীর নাম-ঠিকানা গোপন রাখা।
- নির্যাতনকারী বা অপরাধীর নাম, ছবি ও পরিচয় ব্যবহার করা; কারণ যে কোনো অপরাধের ঘটনা সংঘটিত হলে সেখানে অবশ্যই অপরাধীর উপস্থিতি থাকে।
- সব সময় জেন্ডার-সংবেদনশীল শব্দ ব্যবহার করা; এক্ষেত্রে আমাদের দেশের সামাজিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নিয়ে নারীর প্রতি অসম্মানজনক শব্দ বা বাক্যের পরিবর্তে বিকল্প শব্দ ব্যবহার করা।
- নারী-পুরুষ সংশ্লিষ্ট সংবাদে নারীর প্রতি সমবেদনা দেখাতে গিয়ে পুরুষের প্রতিও কোনো অবমাননাকর শব্দ ব্যবহার করা ঠিক হবে না।
- নারীর আত্মহত্যা এবং অপমৃত্যুকে সব সময় অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে খতিয়ে দেখা।
- তথ্য প্রমাণ ছাড়া নারীর 'অপমৃত্যু'কে 'আত্মহত্যা' বলে প্রচার করা যাবেনা; কারণ অনেক ক্ষেত্রে যৌতুক বা পারিবারিক কলহের জের ধরে নারীকে 'হত্যা' করে গলায় ফাঁস লাগিয়ে 'আত্মহত্যা'র ঘটনা হিসেবে চালিয়ে দেয়ার চেষ্টা করা হয়।
- নারীসূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য ও উদ্ধৃতি বেশি মাত্রায় ব্যবহার করা।

শব্দ/বাক্য ব্যবহার

যে কোনো রিপোর্টই আসলে অনেকগুলো শব্দ আর বাক্যের সমষ্টি। সাহিত্যের মতো সাংবাদিকতায়ও শব্দ ব্যবহারের গুরুত্ব অনেক। আর সেটি যদি হয় জেন্ডার-সংবেদনশীল রিপোর্টিং, তাহলে সেখানে বাড়তি সতর্কতার দাবি রাখে। সংবাদ সংগ্রহের লক্ষ্যে তৃনমূল পর্যায় পর্যন্ত সংবাদপত্রগুলোর রিপোর্টাররা কাজ করেন। গতানুগতিক রিপোর্টের পাশাপাশি তারা নারী উন্নয়ন বা জেন্ডার বিষয়ক বিভিন্ন রিপোর্ট করে থাকেন। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে একজন সাংবাদিক

www.pathagar.com

তার রিপোর্টে অসাবধানতাবশত জেন্ডার-অসংবেদনশীল বহু শব্দ ব্যবহার করে ফেলেন। বিভিন্ন গবেষণা থেকে প্রাপ্ত কিছু জেন্ডার-অসংবেদনশীল শব্দ উল্লেখ করা যাক—

ইজ্জতের নিরাপত্তা, নারীঘটিত কেলেঙ্কারী, সম্মানহানি, চারিত্রহীনা, ধর্ষণ, পতিতা, খানকি, সতিত্ব-সম্পর্কে সন্দেহ, সুন্দরী, মেয়েটির সতীচ্ছেদ হয়েছে, ফষ্টি-নষ্টি, উশৃঙ্খল, দেহ মিলন, পরনের শাড়ি খুলে, অর্ধউলঙ্গ করে ইত্যাদি।

জেন্ডার-সংবেদনশীল রিপোর্টিং'র স্বার্থে উপরোক্ত শব্দ ও বাক্যের ব্যবহার থেকে সাংবাদিকদের বিরত থাকা বাঞ্ছনীয়।

সম্পাদনা

একজন রিপোর্টার পরিশ্রমী, মেধাবী ও নিষ্ঠাবান হওয়া সত্ত্বেও তার কাজ সবসময় সঠিক নাও হতে পারে; খবর সংগ্রহ, রিপোর্ট লেখা ও অফিস ডেস্কে পৌঁছাতে গিয়ে ভুল করা তার পক্ষে অসম্ভব কিছু নয়। অনেক ক্ষেত্রে সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে তাকে রিপোর্ট লিখতে হয়। এসব ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ সংশ্লিষ্ট কোনো রিপোর্ট করতে গিয়ে রিপোর্টার কখনো কখনো জেন্ডার-অসংবেদনশীল শব্দ ব্যবহার করে ফেলতে পারেন, সেক্ষেত্রে সাব-এডিটরকে পালন করতে হবে সর্বশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা; তার কর্তব্য হবে জেন্ডার-অসংবেদনশীল ঐসব শব্দ ও বাক্য পরিবর্তন করে দেওয়া।

একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি বোঝানো যেতে পারে। গত ১৪ মে ২০০৩ তারিখে প্রকাশিত দৈনিক প্রথম আলো'র ঝিনাইদহ প্রতিনিধি'র পাঠানো একটি রিপোর্টের সূচনা হয়েছে এভাবে- 'গ্রাম্য সালিশে নারীঘটিত মিথ্যা অভিযোগে মাতাব্বরদের নির্দেশে বেত্রাঘাত, ৫ হাজার টাকা জরিমানা ও কানে ধরে উঠবস করানোর মাত্র ৪ মিনিটের মধ্যে কীটনাশক পান করে অত্মহত্যা করেছে কালু দাশ।'

পুরো রিপোর্টটিতে তথাকথিত 'নারীঘটিত' কোনো বিষয়ের উল্লেখ নেই। মূলত: পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদের কারণে এ ঘটনাটি ঘটে। কিন্তু সংবাদের সূচনাতে অকারণেই 'নারী ঘটিত মিথ্যা অভিযোগে'— শব্দগুলো বা বাক্যাংশ ব্যবহার করা হয়েছে। অথচ জেন্ডার-সংবেদনশীল দৃষ্টিতে সাব-এডিটর রিপোর্টটি সম্পাদনা করলে আপত্তিকর ও অপ্রয়োজনীয় 'নারীঘটিত' শব্দটি বর্জন করা সম্ভব হতো।

www.pathagar.com

নমুনা বিশ্লেষণ ও সাধারণ সতর্কতা

কেস স্টাডি - ১

কেস স্টাডি - ২

কেস স্টাডি - ৩

কেস স্টাডি - ৪

কেস স্টাডি - ৫

www.pathagar.com

নমুনা বিশ্লেষণ ও সাধারণ সতর্কতা

নমুনা বিশ্লেষণ

সংবাদপত্রের পাতায় প্রতিদিন উঠে আসে অসংখ্য জেন্ডার-অসংবেদনশীল শব্দ এবং বাক্য। দেশের প্রধান তিনটি জাতীয় দৈনিকের জেন্ডার-অসংবেদনশীল ৫টি ঘটনাকে নমুনা হিসেবে ধরে বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হলো।

কেসস্টাডি - ১

২৮ অক্টোবর ২০০৩ তারিখে দৈনিক ইত্তেফাক'র প্রথম পাতায় প্রকাশিত একটি বক্স সংবাদের শিরনাম ছিল, 'প্রেমিক বদলের হ্যাট্রিক'। রিপোর্টটি ছিল নিম্নরূপ–

'কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেটেরনারী অনুষদের চতুর্ষ বর্ষের নিলুফার বানু নীলা প্রেমিক বদলে হ্যাট্রিকের পর চতুর্থ প্রেমিককে নিয়ে ৭ দিন ধরে উধাও রয়েছে। গতকাল সোমবার এটি টক অফ দি ক্যাম্পাসে রূপ নেয়। প্রথমে হাসান ও প্রখরের সাথে একযোগে প্রেম চালিয়ে যাওয়ার ঘটনা প্রকাশ পেলে কিছুদিন বিরতির পর এ রমনীর প্রেম গড়ায় এম হকের সাথে। ১ বছর প্রেম চলার পর হককে কাঁদিয়ে নীলা কামালকে নিয়ে এখন উধাও হয়েছে। একটি সূত্রে জানা যায়, কামালের সাথে নীলা বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে নীলার জন্মভূমি সিরাজগঞ্জে রয়েছে।

এদিকে ব্যর্থ তিন প্রেমিক সাংবাদিকদের জানায়, নীলা বাংলাদেশী সংস্কৃতিতে বিশ্বাসী নয়, তবে তারা রমনীর দীর্ঘায়ু কামনা করেছেন।'

বিশ্লেষণ : ইত্তেফাকে প্রকাশিত এই রিপোর্টটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়- পুরো রিপোর্টিটিই জেন্ডার পক্ষপাতদুষ্ট ; কল্পিত ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। এখানে একজন তরুণীকে হেয় করার উদ্দ্যেশ্যে পরিকল্পিতভাবে রিপোর্টটি তৈরি করা হয়েছে এবং ব্যক্তিগত বিষয় জনসম্মুখে প্রচার করা হয়েছে। খবরটির মধ্যে যেটুকু সত্যি আছে তা হলো– ঐ তরুণী একজনকে বিয়ে করে ক্যাম্পাসের বাইরে নিজ বাড়িতে গেছে। তার ৩টি প্রেমের কথা বলা হয়েছে, যার সুনির্দিষ্ট কোনো প্রমাণ উল্লেখ করা হয়নি; তাছাড়া এ রিপোর্টটির কোনো সংবাদমূল্য না থাকলেও সাব-এডিটর এটি প্রথম পাতায় বক্স আকারে গুরুত্ব দিয়ে ছেপেছেন।

www.pathagar.com

সুপারিশ: শুধু জেন্ডার-সংবেদনশীলতা নয় সাংবাদিকতার কোনো নীতিমালায় এ রিপোর্টটি প্রকাশযোগ্য নয়; তাই এই ধরনের রিপোর্ট প্রকাশ থেকে সাংবাদিকদের বিরত থাকতে হবে।

কেসস্টাডি - ২

১৫ মার্চ প্রথম আলোর 'আজ আমাদের ছুটি, কর্মমূখর বাঙালির জন্য সুসংবাদইতো বটে'–শীর্ষক সম্পাদকীয়তে ২৬ মার্চ না হয়ে ২৭ মার্চ সরকারি ছুটি হবে— এই বিষয়ে লিখতে গিয়ে বলা হয়েছে, 'মেয়েদের মনের কথা দেবতাও পড়তে পারে কিনা মীমাংসা হয়নি, তেমনি সরকারের চাল বোঝাও দুষ্কর।'

বিশ্লেষণ: এ লেখায় অপ্রাসঙ্গিকভাবে রাজনৈতিক ভাষ্যের মধ্যে নারীকে হেয় করার সুযোগ নেওয়া হয়েছে। পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে লিখিত এই সম্পাদকীয়তে মেয়েদের হেয় করা, রহস্যময়ী হিসেবে পরিচিত করা এবং সর্বপরি খাটো করা অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।

সুপারিশ: এই সম্পাদকীয়টি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নিয়ে লিখিত, এখানে লেখকের উচিৎ ছিল রাজনৈতিক ঘটনাবলীর মধ্যেই তার বক্তব্য ও মতামতকে সীমাবদ্ধ রাখা।

কেসস্টাডি - ৩

১৯ মার্চ দৈনিক যুগান্তরে 'দেবর-ভাবীর ফাঁসি'-শিরোনামে প্রকাশিত লিড সংবাদে বলা হয়েছে 'লালসার আগুনে ঝলসানো দেবর-ভাবীর অবৈধ প্রেমের বলি হলো দুই অবুঝ শিশু। গতকাল বিচারকের চরম দণ্ড শুনে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছিল ভাবী আয়েশা ও দেবর শহীদুল। সবাই ঘৃণার চোখে তাকিয়ে দেখছিল দ্বিচারিণী নারীর ছবি।... পুলিশের হাতে ধরা পড়ার সময় আয়েশার যে রূপ-লাবন্য ছিল তা আর অবশিষ্ট নেই।'

বিশ্লেষণ: খুনের ঘটনায় ফাঁসির রায়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের রিপোর্টকে 'রসালো' ঢঙ্গে উপস্থাপন করা হয়েছে। এ রিপোর্টে 'দ্বিচারিণী নারী', 'লালসার আগুনে ঝলসানো', 'আয়েশার সে রূপ লাবন্য আর নেই' প্রভৃতি জেন্ডার-অসংবেদনশীল শব্দ ও বাক্যংশ ব্যবহার করা হয়েছে। অনেক পাঠকের কাছে এটি 'আপন সন্তানকে খুন করার দায়ে মায়ের ফাঁসির' মতো সিরিয়াস ঘটনার পরিবর্তে 'দেবর-ভাবীর প্রেমের' মতো তুচ্ছ ঘটনা হিসেবে বিবেচেত হওয়ার সুযোগ মিলেছে।

সুপারিশ : এখানে রিপোর্টারকে 'ফাঁসির রায়' এবং 'খুনের মতো নিষ্ঠুর ঘটনার' মধ্যেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা উচিত ছিল। এখন খুনী আয়েশার রূপ-লাবন্য আছেকি নেই– তা নিয়ে রিপোর্টারের উৎসাহ পাঠককে বিভ্রান্ত ও বিপদগামী করে তোলে।

www.pathagar.com

কেসস্টাডি - ৪

১৯ মার্চ ২০০৪ তারিখে প্রকাশিত প্রথম আলোর 'অন্য আলো' বিভাগে একটি ফিচারে বাংলাদেশের বিজ্ঞানী হুমায়ন কবীরের কৃতিত্বের খবর দিতে গিয়ে শিরনাম করা হয়েছে, 'চালকবিহীন হেলিকপ্টারের জনক'।

বিশ্লেষণ : এই আবিষ্কারটি কোনো নারী করলে আমরা কি 'চালকবিহীন হেলিককপ্টারের জননী' লিখতাম ?

পরামর্শ : এখানে জেন্ডার-সংবেদনশীল বাক্য হতে পারে 'চালকবিহীন হেলিকপ্টারের আবিষ্কারক'।

কেসস্টাডি - ৫

উপকূলীয় জেলা ভোলা থেকে প্রকাশিত উন্নয়ন সাময়িকী 'প্রথম আকাশ'-এর মার্চ ২০০২ সংখ্যায় প্রকাশিত 'একসনা বিয়ে : চরের সামাজিক স্থিতির জন্য ভয়াবহ হুমকি হতে পারে'– শীর্ষক রিপোর্টে অনেকগুলো জেন্ডার-অসংবেদনশীল শব্দ ও বাক্যের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

বিশ্লেষণ : রিপোর্টটি পড়লে পাঠকের মনে হতে পারে পুরো ঘটনার জন্য ভিক্টিম নারীরাই বোধ হয় দায়ী। রিপোর্টার ঘটনাটিকে দেখেছেন প্রচলিত পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিতে। দু'টি বাক্য লক্ষ্য করা যাক– 'অভাব অনটনের মাঝেও প্রাকৃতিক কারণে দ্বীপের অধিবাসীদের জৈবিক তাড়না খুব প্রবল, ক্ষেত্র বিশেষে ভয়ংকর ... মাছের মৌসুমভিত্তিক অবস্থানকালে জৈবিক প্রয়োজনে এরা দ্বীপের নারীদের প্রতি হাত বাড়ায়। অব্যাহত অভাব-অনটন থেকে একটু প্রশান্তি ও মুক্তি লাভের বাসানায় নারীরা এগিয়ে আসে।'

এ ধরনের অনুমাননির্ভর বাক্য ব্যবহার সাংবাদিকতার নীতিবিরোধী। গ্রামীণ সাংবাদিকদের প্রায়শই এ সকল বিষয় নিয়ে রিপোর্ট করতে হয়; তাই এসব ক্ষেত্রে শব্দ ও বাক্য ব্যবহারে আরো সচেতন হওয়া জরুরি।

এছাড়া পুরো রিপোর্টে 'একসনা বিয়ের নামে অনেক ক্ষেত্রে 'জোর করে বিয়ে দেওয়ার' যে ঘটনা ঘটে; সে তথ্যটি একবারের জন্যও উঠে আসেনি।

সুপারিশ : নারী-পুরুষ সংশ্লিষ্ট এ ধরনের রিপোর্টে পুরো ঘটনাটি দেখতে হবে নির্যাতনের শিকার অর্থাৎ ভিকটিম নারীর চোখে; তাহলে অনেক অমার্জিত এবং অসংবেদনশীল শব্দ ও বাক্য এমনিতেই সংশোধিত হয়ে যাবে। এ ছাড়া ভিক্টিম নারীদের ছবিও বর্জন করা উচিত ছিল।

www.pathagar.com

সাধারণ সতর্কতা

জেন্ডার-সংবেদনশীল রিপোর্ট তৈরির ক্ষেত্রে রিপোর্টারের বিবেক খুবই গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। নারী ও পুরুষের প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গির উপরই নির্ভর করছে রিপোর্টটি জেন্ডার-সংবেদনশীল হবে না কি জেন্ডার-বৈষম্যমূলক হবে। জেন্ডার-সংবেদনশীল রিপোর্ট তৈরির ক্ষেত্রে নিচের বিষয়গুলো খেয়াল রাখা খুবই জরুরি–

- জেন্ডার যেহেতু সামাজিক বিষয়, তাই প্রতিটি রিপোর্টকে আমাদের সামাজিক প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করতে হবে।
- আমাদের সমাজে যেহেতু নারীরা তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে আছে, তাই প্রতিটি রিপোর্টের ফোকাস থাকবে নারীর উপর।
- জেন্ডার-সংবেদনশীল রিপোর্টিং'র ক্ষেত্রে বুদ্ধির পাশাপাশি মনকেও সারাক্ষণ সচল রাখতে হবে।
- কোনো ইস্যু নিয়ে মামলা হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে তথ্য প্রমাণ/দলিল সংরক্ষণ করতে হবে।
- বিবদমান একই ঘটনায় পুরুষ এবং নারী দু'পক্ষই জড়িত থাকলে রিপোর্টারকে পুরো ঘটনাটি দেখতে হবে নারীর চোখে।
- সর্বোপরি, জেন্ডার-সমতার বিষয়টিতে রিপোর্টারের বিশ্বাস থাকতে হবে।

www.pathagar.com

সার্বিক সুপারিশ ও নীতিমালা

সংবাদ লেখার আগে মনে রাখুন
সংবাদ প্রকাশের আগে নিজেকে প্রশ্ন করুণ
জেন্ডার-সংবেদনশীল সংবাদ প্রকাশের নীতিমালা

www.pathagar.com

সার্বিক সুপারিশ ও নীতিমালা

আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে নারীর অবস্থান যেহেতু প্রান্তিক পর্যায়ে তাই 'জেন্ডার-সংবেদনশীল রিপোর্টিং' ক্ষেত্রে নারীর মর্যাদার দিকটি রিপোর্টারকে সব সময় খেয়াল রাখতে হবে।

জেন্ডার-সংবেদনশীল সংবাদ লেখার আগে মনে রাখুন

- জেন্ডার-সংবেদনশীল সংবাদ পরিবেশনে 'শব্দ' ও 'বাক্য' ব্যবহারে বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন, যাতে সমাজে নারীকে হেয় প্রতিপন্ন হতে না হয়। কেবল নারী নয়, সংবাদপত্রে মানুষ হিসেবে নারীর উপস্থাপন নিশ্চিত করতে হবে।
- কোনো রিপোর্টে 'ছেলেবেলা' অথবা 'মেয়েবেলা'র পরিবর্তে 'ছোটবেলা' লেখা যেতে পারে।
- অপ্রাসঙ্গিকভাবে নারীর ছবি ছাপানো পরিহার করা বাঞ্ছনীয়। যেমন- পাবলিক পরীক্ষা, গোলাপের প্রদর্শনী, অনুষ্ঠান, খেলা-ধূলা প্রভৃতি।
- নির্যাতনের শিকার হয়েছেন, এমন কোনো নারীর ছবি ও পরিচয় প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। অভিযুক্ত বা অপরাধীর ছবি ও পরিচয় সংবাদপত্রে প্রকাশ করার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন; অন্যথায় নিরপরাধ ব্যক্তির নামে মিথ্যা অভিযোগে মামলা দায়ের করা হতে পারে।
- নারী নির্যাতন সংক্রান্ত ফলোআপ রিপোর্ট ছাপাতে হবে। অপরাধ-সংবাদের আইনগত দিক তুলে ধরতে হবে। অপরাধীদের পরিণতি বা শাস্তির বিষয়টিও তুলে আনতে হবে।
- সূত্র ছাড়া কোনো 'মৃত্যু' বা 'অপমৃত্যু'কে 'আত্মহত্যা' বলে ঘোষণা দেয়া যাবে না। কারণ গবেষণায় দেখা গেছে, নারীর রহস্যজনক মৃত্যুকে কোনো কোনো সংবাদপত্র সূত্র ছাড়াই আত্মহত্যা হিসেবে প্রকাশ করে, অথচ অনেক ক্ষেত্রে পেছনে থাকে হত্যাকাণ্ড।
- আদালতে বিচারাধীন মামলায় সংশ্লিষ্ট নারীর সম্মান রক্ষা করে সংবাদ পরিবেশন করতে হবে। এমন কোনো শব্দ বা বাক্য পরিবেশন করা যাবে না, যা থেকে বিচারাধীন কোনো নারী বা পুরুষ আদালতের রায়ের পূর্বে অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত হয়ে যায়।
- নারীর ব্যক্তিগত গোপনীয়তা ক্ষুণ্ন করে এমন বিষয় সংবাদে প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকা প্রয়োজন।

www.pathagar.com

- ছবি, সংবাদ বা আইটেমে যৌনতার প্রতীক হিসেবে নারীকে উপস্থাপন করার রীতি পরিহার করতে হবে। নারী-সংশ্লিষ্ট অহেতুক উদ্দীপনামূলক উত্তেজক খবর ও ছবি ছাপানো থেকে বিরত থাকতে হবে। সতর্কতার সাথে মনে রাখা প্রয়োজন যে, কোনোভাবে যেন অশ্লীল কোনো ছবি সংবাদপত্রে উপস্থাপিত না হয়।
- ক্রীড়া-বিষয়ক সংবাদ ও ছবিতে ক্রীড়া-নৈপুণ্যের চেয়ে নারীকে যৌন আবেদনময়ী করে উপস্থাপন করার ঝোঁক পরিহার করতে হবে।
- সংবাদ, ছবি বা অন্য আইটেমে নারীর দুর্বল প্রতিকৃতির বদলে নারীর সফল, দৃঢ় ও ইতিবাচক ভাবমূর্তি তুলে ধরা প্রয়োজন। সমাজের বৃহত্তর স্বার্থে নারীর সাফল্যের ভাবমূর্তি সংবাদপত্রে বেশি করে প্রকাশ করা উচিত।
- এসিড সন্ত্রাসের শিকার বিকৃত মুখের ছবি ছাপা যাবে না ; বিকৃত ও বিভৎস মুখের ছবি শিশু ও হৃদরোগীদের উপর স্নায়বিক চাপ সৃষ্টি করতে পারে। অনুরূপভাবে দুর্ঘটনা কবলিত, যুদ্ধাক্রান্ত বা কোনো সংঘর্ষের কারণে আহত বা নিহত নারীর বিকৃত ছবি ছাপা থেকে বিরত থাকতে হবে। আক্রান্ত ব্যক্তিকে শনাক্ত করার প্রয়োজন পড়লে তার সুস্থ অবস্থার ছবি ছাপা যেতে পারে।
- নারী তরুণী হলে তাকে 'সুন্দরী' বলে উল্লেখ করা যাবে না এবং তার ব্যক্তিগত জীবন-যাপন সম্পর্কিত তথ্য প্রচারে যেন বাড়াবাড়ি না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।
- সংবাদ ও তথ্য পরিবেশনে জেন্ডার-ভারসাম্য রক্ষা করা অপরিহার্য। সংবাদে নারীকে পণ্য নয়, মানুষ হিসেবে উপস্থাপন করতে হবে। নারীকে কেবল কনজিউমার বা ভোক্তা নয় প্রোডিউসার বা উৎপাদক হিসেবেও দেখতে হবে। যেসব নারী সংবাদপত্রে নিজেদের পণ্য হিসেবে ব্যবহার করার সুযোগ দেন তাদেরকেও সচেতন করতে হবে।
- 'ধর্ষণ' সম্পর্কিত সংবাদের বিস্তারিত বর্ণনা পরিহার এবং শব্দ ও বাক্য ব্যবহারে সতর্ক হওয়া দরকার। কিছু শব্দ পরিহার করা অতি জরুরি ; যেমন– পরনের শাড়ি খুলে, অর্ধ উলঙ্গ করে, পুরো রাত, সতীচ্ছেদ হয়েছে, নারী জীবনের সর্বস্ব খুইয়ে, উপায় না পেয়ে নিজেকে বিলিয়ে দেয়, দেহমিলন প্রভৃতি।
- ধর্ষণের শিকার নারীর নাম, ঠিকানা ও ছবি ছাপানো যাবে না। আমাদের সামাজিক প্রেক্ষাপটে ধর্ষণের শিকার হলে নারীর সামাজিক অবস্থান ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সুতরাং বিষয়টি অত্যন্ত স্পর্শকাতর। সেক্ষেত্রে ভিকটিম মেয়েটির নাম ও পরিচয় গোপন রেখে সংবাদ পরিবেশন করতে হবে।

www.pathagar.com

- ধর্ষণকারী বা নিপীড়নকারীর নাম, ঠিকানা ও ছবি ছাপানো উচিত।
- ধর্ষণের পর হত্যার ঘটনা ঘটলে ভিকটিমের বিস্তারিত পরিচয় প্রকাশে কোনো বাধা নেই।
- সংবাদে ব্যক্তিগত বিবরণ, তা নারীরই হোক আর পুরুষেরই হোক, ব্যবহার করা চলবে না। যেমন- নারী বা পুরুষ আলাদা করে বলা, বয়স, বৈবাহিক অবস্থা, দৈহিক বর্ণনা, পোশাক-পরিচ্ছদ, ধর্মীয় বা রাজনৈতিক মতবাদ ইত্যাদি।
- নারী ও পুরুষের পদমর্যাদা সংক্রান্ত তথ্য প্রচারের ক্ষেত্রে এমন শব্দ ব্যবহার করতে হবে যা কেবল নারী বা পুরুষকে বোঝাবে না। পুলিশম্যান না বলে পুলিশ অফিসার, ট্যাক্সম্যান না বলে ট্যাক্স ইন্সপেক্টর, নিউজম্যান না বলে জার্নালিস্ট, ম্যানিং না বলে স্টাফিং, চেয়ারম্যান না বলে চেয়ারপার্সন, ফায়ারম্যান না বলে ফায়ার ফাইটার, মেইলম্যানের বদলে লেটার ক্যারিয়ার, বিজনেসম্যানের বদলে বিজনেস এক্সিকিউটিভ বলতে হবে।

জেন্ডার-সংবেদনশীল সংবাদ প্রকাশের আগে নিজেকে প্রশ্ন করুন

- আপনার প্রকাশভঙ্গি কি পুরুষতান্ত্রিক?
- আপনার প্রকাশভঙ্গি কি জেন্ডার-নিরপেক্ষ? যে কথা ও ছবি আপনি ব্যবহার করছেন তা কতখানি পক্ষপাতমুক্ত?
- আপনার ব্যবহৃত শব্দ কি পুরুষ ও নারী সম্বন্ধে প্রচলিত গৎবাধা ধারণারই প্রকাশ ঘটাচ্ছে? কোনো শব্দ দিয়ে কাউকে কি আপনি হেয় করছেন?
- একই বিষয় মূল্যায়নে নারী ও পুরুষ সম্পর্কে আপনি কি ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ব্যবহার করছেন?
- যে বিষয় নিয়ে আপনি লিখছেন তা কি নারী-পুরুষ উভয়েরই সঙ্গে সম্পর্কিত? সেক্ষেত্রে আপনার প্রতিবেদনে পুরুষ ও নারী উভয়েরই মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গি ফুটে উঠছে কি?
- পুরুষ বা নারী সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে তাদের অসহায়ত্ব, নির্যাতন, বেদনা ও কষ্টের উপরেই কি আপনি বেশি জোর দিচ্ছেন? তাদের সবলতা, একতা, প্রচেষ্টা ও পরিশ্রমের কথা কি আপনার লেখায় ফুটে উঠছে?
- কোনো দুর্ঘটনার জন্য আপনি যখন আপনার লেখায় কাউকে দায়ী করছেন, তখন সেটি কতটুকু যুক্তিসঙ্গত এবং সুচিন্তিতভাবে করছেন? বিশেষ করে নারী সংশ্লিষ্ট সংবাদ প্রকাশের ক্ষেত্রে ?

www.pathagar.com

- ভিকটিমকে কি এমনভাবে উপস্থাপন করছেন যেটি তার জন্য সামাজিক লজ্জা বা অবমাননা বয়ে আনবে?
- প্রকাশিত রিপোর্টে নির্যাতনকারী কি হিরো হয়ে উঠেছে ? অন্যদেরও অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে উৎসাহ যোগাবে ?
- আপনার প্রতিবেদনের মূল ঝোঁক কি পুরুষপ্রবণ? নারীর উপস্থিতি কি শুধু প্রতিনিধিত্বের জন্য? পুরুষই কি আপনার প্রতিবেদনে সবসময় মূল সংগঠক? নারী কি শুধু সহায়ক, অপ্রয়োজনীয় কিংবা অদৃশ্য?

জেন্ডার-সংবেদনশীল সংবাদ প্রকাশের নীতিমালা

আমাদের দেশের সমাজ বাস্তবতায় জেন্ডার-সংবেদনশীলতার মাত্রা বৃদ্ধির স্বার্থে গণমাধ্যমসমূহকে নিম্নলিখিত নীতিমালাসমূহ অনুসরণ ও অনুশীলন করার জন্য প্রস্তাব করা যেতে পারে –

- সমাজে জেন্ডার-ভারসাম্যের লক্ষ্যে সংবাদপত্রসমূহে নারীর সাফল্য ও অগ্রযাত্রার খবর বেশি মাত্রায় দিতে হবে। বর্তমানে ১০ শতাংশেরও কম সংবাদে তারা স্থান পান।
- নারী সমাজের তৎপরতার সংবাদ, সংবাদপত্রের শূন্য স্থান কিংবা শেষ পৃষ্ঠায় সংকুলান করলে চলবে না।
- গণমাধ্যমের সর্বস্তরে পুরুষের পাশাপাশি নারীদের নিয়োগ করতে হবে। আইন অনুযায়ী, তাদের, পুরুষ কর্মীদের সমান পারিশ্রমিক, প্রশিক্ষণ এবং পদোন্নতির সুযোগ দিতে হবে।
- বার্তা(নিউজ) বিভাগের বর্তমান সংজ্ঞাকে সম্প্রসারিত করে স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে নারীর তৎপরতার উপর আলোকপাত করতে হবে।
- বিভিন্ন গণমাধ্যমের ব্যবস্থাপনা ও আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণে নারী-পুরুষের সমান সুযোগ রাখা।
- নারী আন্দোলন নিয়ে ব্যাঙ্গ-বিদ্রূপ বা হসি-ঠাট্টা করে সংবাদ পরিবেশন করা চলবেনা; এটিকে অন্য যে কোনো নাগরিক অধিকার বিষয়ক ঘটনার সমান গুরুত্ব দিতে হবে।
- জেন্ডার-ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গণমাধ্যম ও যোগাযোগ-প্রযুক্তিতে মতামত প্রকাশ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি ও প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে হবে।
- গণমাধ্যমে নারীর ভারসাম্যহীন উপস্থাপনা ও গৎবাধা ভাবমূর্তি পরিবেশন পরিহার করতে হবে।

www.pathagar.com

- গণমাধ্যমে নারী ও মেয়ে শিশুর অংশগ্রহণ, মত প্রকাশ, সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি এবং নারী ও মেয়ে-শিশুর ইতিবাচক প্রতিফলন ঘটাতে হবে।

- জনগণকে আকর্ষণ করে অথচ জনস্বার্থ-পরিপন্থি, চাঞ্চল্যকর, মুখরোচক ঢঙ্গে রুচিহীন ও অশালীন সংবাদ পরিবেশন করা যাবে না।

- নারী বা পুরুষ ঘটিত অথবা কোনো নারী-সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রকাশের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত সাবধানতা অবলম্বন করা একজন সাংবাদিকের নৈতিক দায়িত্ব।

- সংবাদপত্রে সাপ্তাহিক মিডিয়া-রিভিউ কলাম থাকা উচিত, যেখানে সংবাদপত্র নারী বা পুরুষকে কীভাবে উপস্থাপন করে তার রিভিউ থাকবে। মিডিয়া-রিভিউ'র বিষয়টিকে আন্দোলন হিসেবে তুলে ধরতে হবে।

- নারীর প্রতি অবমাননাকর, নেতিবাচক ও সনাতনী মতের প্রতিফলন এবং নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা বন্ধের লক্ষ্যে প্রচার কার্যক্রমের ব্যবস্থা করা।

- গতানুগতিক মা, মেয়ে এবং স্ত্রীর চিরাচরিত ভূমিকার বদলে দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বে নারীর ইতিবাচক ও প্রগতিশীল ভূমিকার প্রতিফলন ঘটাতে হবে।

- সংবাদপত্রে নারী কর্মীর সংখ্যা বাড়ানো দরকার এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। সংবাদপত্রে চাকরির ক্ষেত্রে 'নারী কোটা' চালু করা যেতে পারে।

- জেন্ডার-ভারসাম্যের স্বরূপ অনুসন্ধানের জন্য সংবাদপত্র নিয়মিত পাঠক জরিপ করতে পারে।

- নারী বিষয়ক সংবাদ পরিবেশনের জন্য বিশেষ নীতিমালা তৈরি করতে হবে এবং নারী-সংশ্লিষ্টতার দিক নিয়ে নিয়মিত সেমিনার, আলোচনা ও মতবিনিময় চালিয়ে যেতে হবে। নীতিমালা তৈরি ও বাস্তবায়নের লাগসই কৌশল খুঁজে বের করতে হবে।

- বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে সাংবাদিকতার পাঠ্যক্রমে জেন্ডার-সংবেদনশীলতার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে ; যেসব বিশ্ববিদলয়ে এ ধরনের পাঠ্যক্রম রয়েছে সেখানে ক্ষেত্র সম্প্রসারিত করতে হবে।

- নারী-পুরুষ বৈষম্য দূরীকরণে গণসচেতনতা বাড়ানোর ক্ষেত্রে গণমাধ্যমকে সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে।

www.pathagar.com

- সংবাদপত্রের লেখায় নারীর জন্য মর্যাদাহানিকর ও রাষ্ট্রীয় নারী উন্নয়ন নীতি বিরোধী প্রচার বন্ধ করতে হবে।
- যৌনতার প্রতীক হিসেবে নারীকে উপস্থাপন করা চলবেনা।
- সকল গণমাধ্যমের প্রচার নীতিমালায় জেন্ডার প্রেক্ষিত সমন্বিত করা জরুরি।

—০—

সহায়ক সূত্র

১. সংবাদপত্রে নারীচিত্র ঃ অজয় দাশগুপ্ত
২. গণমাধ্যমে জেন্ডার প্রেক্ষিত : গীতি আরা নাসরিন
৩. আঞ্চলিক সংবাদপত্রে নারী ও শিশু প্রসঙ্গ : মালেকা বেগম
৪. নীরবতা ভেঙ্গে বেরিয়ে আসুন : গীতি আরা নাসরিন
৫. বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল অ্যাক্ট
৬. বাংলাদেশের গণমাধ্যম আইন ও বিধিমালা : আবু নসর মো. গাজীউল হক
৭. রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীন গণমাধ্যমে নারী প্রতিমা : আলী রিয়াজ
৮. বাংলাদেশের সংবাদপত্রে জেন্ডার সংবেদনশীলতাঃ আরিফা শারমীন ও রোবায়েত ফেরদৌস
৯. প্রোডিউসার্স গাইড বুক : বিবিসি
১০. জেন্ডার কোষঃ নিশাত জাহান রানা
১১. নারীবাদী চিন্তা ও নারী জীবনঃ ড. মাহমুদা ইসলাম

www.pathagar.com

পর্ব - ২

www.pathagar.com

www.pathagar.com

গণমাধ্যমে জেন্ডার : প্রাক্‌কথন

গণমাধ্যমকে সমাজের প্রতিফলক বা আয়না বলা হলেও প্রচলিত ধারণার গণমাধ্যমে উপস্থাপিত খবরা-খবর পুরষালি দৃষ্টিভঙ্গিতে তুলে ধরা হয়- এরকম অভিযোগ সর্বত্র শোনা যায়। শুধুমাত্র এই একপক্ষীয় দৃষ্টিভঙ্গির কারণে গণমাধ্যমে উপস্থাপিত সংবাদকে সমাজের প্রতিচ্ছবির বস্তুনিরপেক্ষ বিবরণ হিসেবে চিহ্নিত না করে বরং একপাক্ষিক বলা হচ্ছে; কেননা সংখ্যাগরিষ্ঠ নারী এসব প্রতিবেদনে হয় অনুপস্থিত থাকে, নইলে বিকৃতভাবে উপস্থাপিত হয়। গণমাধ্যমের বিরুদ্ধে একপাক্ষিক তথা লিঙ্গ পক্ষপাতদুষ্ট সংবাদ উপস্থাপনার অভিযোগের কারণে আধুনিক কালে জেন্ডার-সংবেদনশীল প্রতিবেদন রচনা ও উপস্থাপনার সকল পর্যায় যেমন : প্রতিবেদন বা রিপোর্টিং বিভাগসহ সম্পাদকীয় বিভাগে নারী সংবাদকর্মীর উপস্থিতি বিশেষভাবে জরুরী মনে করা হচ্ছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মতো আমাদের দেশে দেখা যায় পুরুষদের পাশাপাশি মহিলারাও আজকাল প্রায় একই ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ বিষয়, যেমন- অপরাধ, কোর্ট, রাজনৈতিক বীট কাভার করাসহ নানান অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরিতে আগ্রহী এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে দক্ষ; পারঙ্গমতো বটেই। নারী সংবাদকর্মীদের ঝুঁকিপূর্ণ প্রতিবেদন রচনার উদ্দেশ্যে সংবাদ সংগ্রহ ও লিখনের এই আগ্রহকে সংবাদপত্রের কর্তৃপক্ষ ও পুরুষ প্রতিবেদকে সমানভাবে গুরুত্ব না দিয়ে আর উপায় নেই। পাশাপাশি সংবাদ সংগ্রহে বীট ভাগ করার ক্ষেত্রে পুরুষ কিংবা মহিলা এভাবে আলাদা করা আজ আর কোনোভাবেই যুক্তিযুক্ত নয়। প্রতিবেদনটি কে রচনা করলো বিষয়টিকে এভাবে আলাদা করে দেয়াও জেন্ডার-সংবেদনশীল প্রতিবেদনের জন্য যথাযথ নয় বরং প্রতিবেদনটি যথাযোগ্য কিনা, সে গুণ বিবেচনায় প্রাধান্য পাওয়া দরকার। কিন্তু এই অভিযোগও শোনা যায়- সংবাদকক্ষে শুধুমাত্র নারীর সরব উপস্থিতি, রিপোর্টিং-এর আগ্রহ এবং ঝুঁকি নেয়া জেন্ডার-সংবেদনশীল প্রতিবেদন রচনা ও প্রকাশের জন্য যথেষ্ট নয়। খবরের প্রকৃতি, খবর হবার যোগ্যতা রয়েছে এমন সংবাদ নির্ধারণ এবং সর্বোপরি প্রতিবেদন উপস্থাপনে জেন্ডার-সংবেদনশীল দৃষ্টিভঙ্গি আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ। মূল কথা হলো, গণমাধ্যমে জেন্ডার-সংবেদনশীল প্রতিবেদন রচনার জন্য জেন্ডার ধারণাটি বোঝা চাই এবং সে প্রসঙ্গে সংবাদ সংগ্রহ কৌশল জানা, প্রতিবেদন রচনা এবং অভিজ্ঞজনের সাক্ষাৎকার নেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা আয়ত্ত করা জরুরি। জেন্ডার-সংবেদনশীল রিপোর্টিং কৌশল জানার আগে জেন্ডার ধারণা ও সামাজিকীকরণের বিভ্রান্তি সম্পর্কে খানিকটা আলোচনা করা দরকার।

www.pathagar.com

জেন্ডার ও লিঙ্গ প্রসঙ্গ
ভ্রান্ত ধারণায় সামাজিকীকরণ

জেন্ডার নিয়ে আমাদের দেশে সাধারণত শুধুমাত্র নারী কেন্দ্রিক আলোচনার প্রাধান্য দেখা যায়। জেন্ডার সামাজিকীকরণ সম্পর্কে এক ধরনের বিভ্রান্তিকর ধারণাই এরকম আলোচনার প্রধান কারণ। বিভ্রান্তিমূলক জেন্ডার ধারণা পরিবর্তনে নারী-পুরুষ সকল সাংবাদিককে এগিয়ে আসতে হবে। কারণ জেন্ডার নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে নারীর পাশাপাশি পুরুষকে সমান দৃষ্টিভঙ্গিতে বিবেচনার প্রেক্ষাপটে গণমাধ্যমে জেন্ডার রিপোর্টিং প্রসঙ্গে আমাদের সাধারণ ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তিত হতে পারে। কেননা আমরা জানি, জেন্ডার ও সেক্স এই দুই শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ 'লিঙ্গ' হলেও অর্থগত দিক থেকে এরা সমার্থক শব্দ নয়, বরং সম্পূর্ণ বিপরীত। নারী ও পুরুষের জৈবিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে মানবগোষ্ঠীকে যেভাবে ভাগ করা হয়, তাকে বলা হয় সেক্স বা প্রাকৃতিক লিঙ্গ। অন্যদিকে, কোনো বিশেষ সমাজ ও সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে যখন নারী ও পুরুষের ওপর কিছু বৈশিষ্ট্য আরোপ করা হয়, তাকে বলা হয় জেন্ডার বা সামাজিক লিঙ্গ। যেমন, নারী সন্তান ধারণ করতে পারে- এটি তার শারীরবৃত্তীয় লিঙ্গগত বৈশিষ্ট্য; কিন্তু যখন বলা হয় নারী সেবাপরায়ণা, এটি তার আরোপিত বৈশিষ্ট্য। পুরুষ সন্তান ধারণ করে না, এটি তার দৈহিক বৈশিষ্ট্য; কিন্তু তার মানেই সে আর ঘরে থাকবে না, সন্তান-পালনের দায়িত্ব তার নয়, কিংবা সত্যিকারের পুরুষ রান্নাঘরে যায়না, এগুলো তার আরোপিত বৈশিষ্ট্য। সুতরাং লিঙ্গগতভাবে আমরা নারী/পুরুষ, কিন্তু জেন্ডারগতভাবে আমরা মেয়েলী বা পুরুষালী। জেন্ডার দিয়ে বোঝানো হয় নারীত্ব/পুরুষত্বের ধারণা।

অতএব বোঝা গেল, লিঙ্গীয় বৈশিষ্ট্যগুলো প্রায় সার্বজনীন। অন্যদিকে, কোনো বিশেষ একটি সমাজ-সংস্কৃতির পরিসরে জেন্ডার বৈশিষ্ট্যগুলো নির্মিত হয়। অর্থাৎ জেন্ডার বৈশিষ্ট্যগুলো বানানো, সমাজ প্রেক্ষাপটে এগুলো বদলায়, বদলে যেতে পারে, কোনভাবেই এরা চিরস্থায়ী নয়। কিন্তু নানাভাবে এগুলোকে আমরা সার্বজনীন এবং সহজাত বলে ভাবতে শিখি- শেখানো হয়। যেমন, আমরা ভাবি নারী মাত্রই কোমল ও পুরুষ মাত্রই কঠোর প্রকৃতির অধিকারী। এধরনের ধারণার সঙ্গে সামাজিকীকরণের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড় ; কারণ জেন্ডার সামাজিকীকরণ প্রশ্নে নারী বলতে আমরা কি বুঝি, আর পুরুষ বলতে কি— অনেকটাই আমাদের শেখা। সামাজিকীকরণের সকল পর্যায়ে প্রত্যেকটি নারী ও পুরুষের কাছ থেকে সে নির্দিষ্ট সমাজ কিছু আচরণ, মনোভাব, মূল্যবোধ বা বিশ্বাস প্রত্যাশা করে। অন্য কথায়, সমাজ মনে করে কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য নারীর

www.pathagar.com

জন্য যথাযথ আর কিছু পুরুষের। নারী হবে কাঁদুনে, পুরুষের কাঁদতে মানা। নারীর থাকতে হবে রূপ, সেই তার সম্পদ; পুরুষের থাকতে হবে রূপো, অর্থাৎ টাকা এবং ক্ষমতা। এই যে একটি সমাজ তার সদস্যদের নারী বা পুরুষ করে গড়ে তোলে, গড়ে তুলবার এই প্রক্রিয়াই হল জেন্ডার ভূমিকার সামাজিকীকরণ। নারী ও পুরুষের কাছে এই প্রত্যাশাগুলো বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন রকম, এমনকি একই সমাজেও এই প্রত্যাশা নিয়ে দ্বন্দ্ব তৈরি হতে পারে। যেমন, 'নারী ঘরে থাকবে', বা 'ঘরের শোভা নারী' এই নির্মাণ নিয়ে আমাদের সমাজে চলছে দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্ব চলতে চলতে সৃষ্টি হয় নতুন ব্যাখ্যা বা নির্মাণ। আর ব্যাখ্যা, সে নতুন কিংবা পুরাতন- যাই হোক, সমাজে নারী/পুরুষ তো থাকবেই। এতে আমাদের সমস্যা কি? এই জেন্ডার নির্মাণ প্রশ্নসাপেক্ষ হয়ে ওঠে, কেননা এর মধ্য দিয়েই নারী ও পুরুষ কতটুকু সুযোগ পাবে, অধিকার পাবে, কার কতটুকু মূল্য সেটিও নির্ধারণ করা হচ্ছে। খাদ্য থেকে শুরু করে শিক্ষা, সম্পদ ও ক্ষমতা সব কিছু বণ্টনের ক্ষেত্রেই জেন্ডার একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক হিসেবে কাজ করে। শ্রেণী যেমন বণ্টনের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক, তেমনি একই শ্রেণীর মধ্যে এবং সব শ্রেণী মিলিয়ে জেন্ডার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক। এই নির্ধারণের ক্ষেত্রে নারীকে দেওয়া হয় পুরুষের তুলনায় কম। রীতি-নীতি, ধর্ম, আইন দিয়ে এই বৈষম্যকে বৈধ করে তোলা হয়।

আমরা সবাই জানি, আমাদের সমাজে বিরাজমান জেন্ডার-বৈষম্য নারীকে তার পূর্ণ শক্তিতে বিকশিত হতে দিচ্ছে না। কিন্তু যে বিষয়টি নিয়ে আমরা একটু কম আলোচনা করি, সে'টি হল, জেন্ডার-বৈষম্য আসলে পুরুষকেও সীমাবদ্ধ করে রাখছে। নানাধরনের সহিংস আচরণ, যেমন : হত্যা, ধর্ষণ, এসিড নিক্ষেপ ইত্যাদির মূল শিকার হচ্ছে নারী। আর এই নির্যাতক যারা, তাদের মধ্যে বেশীর ভাগই হল পুরুষ। সন্তান পালন, সেবা-যত্ন, সৌন্দর্যবোধের মতো মানবিক গুণগুলোকে মনে করা হয় নারীর একচেটিয়া। পুরুষকে শেখানো হয় তার মানবীয় অনুভূতির প্রকাশ না ঘটাতে। নারীকে ঠেলে দেয়া হয় গৃহের সীমাবদ্ধতায়। পুরুষকে প্রলুব্ধ করা হয় নিয়ন্ত্রক হবার এক অসম প্রতিযোগিতায়। শক্তি প্রদর্শন করবার প্রতিযোগিতায়। সমাজের অন্যান্য বৈষম্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে জেন্ডার বৈষম্য একটি সমতার সমাজ প্রতিষ্ঠার কাজকে আরও দূরবর্তী করে তোলে। মূলত এধরনের ভাবনা ও প্রয়োজন থেকেই গণমাধ্যমে জেন্ডারসংবেদনশীল রিপোর্টিং ক্রমশ: গুরুত্ব পাচ্ছে।

www.pathagar.com

রিপোর্টিং : প্রসঙ্গ যখন জেন্ডার

জেন্ডার ও সামাজিকীকরণ ধারণায় স্পষ্টতর হলো আমাদের গণমাধ্যমের রিপোর্ট প্রায়শই একপক্ষীয়- তথা লিঙ্গ-পক্ষপাতদুষ্ট; জেন্ডার-সংবেদনশীল রিপোর্টিং অনুপস্থিত। কিভাবে জেন্ডার-সংবেদনশীল রিপোর্টিং এর জন্য আগ্রসর হওয়া সম্ভব ? আমরা জানি, 'ষড়-ক' তথা কে, কী, কোথায়, কখন, কেন এবং কিভাবে হলো নবীশ সাংবাদিকের রিপোর্টিং শেখার প্রথম পাঠ। সাংবাদিকতার এই প্রথম পাঠ দিয়েই না হয় জেন্ডার-সংবেদনশীল রিপোর্টিং এর কলাকৌশল শুরু করা যাক:

কে? --- সংবাদ সংগ্রহকারী প্রতিবেদক (পুরুষ/মহিলা)

কি? --- জেন্ডার প্রসঙ্গ নিয়ে আরো বেশী সচেতন হয়ে সাধারণ লোকজনকে জানানোর তাগিদ।

কোথায়? --- কর্মক্ষেত্র; সম্পাদকীয় বিভাগ, যেখান থেকে কোন ধরনের সংবাদ বিবরণী প্রাধান্য পাবে, কোন দৃষ্টিকোণ থেকে লিখবে, কোন রিপোর্ট ছাপানো হবে এবং কোন বীট থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে- এগুলো জানানো হয় কিংবা নির্ধারিত হয়।

কখন? --- সংবাদ সংগ্রহ, প্রতিবেদন তৈরি, সম্পদনা, প্রকাশনা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ- কাজগুলোর চরিত্র সার্বক্ষণিক।

কেন? --- পেশাগত দৃষ্টিভঙ্গির কারণে; সামাজিক আগ্রহ যেহেতু জেন্ডার সমতার পক্ষে বা অনুকূলে।

কিভাবে? --- সংবাদ বিবরণী তৈরির উৎস ও তথ্য সংগ্রহে সাবধানতা অবলম্বন করার মাধ্যমে প্রতিবেদন রচনায় শব্দের ব্যবহার এবং খোলা মন নিয়ে সুন্দর দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ রেখে।

জেন্ডার-সংবেদনশীল প্রতিবেদন রচনার লক্ষ্যে সংবাদ সংগ্রহ ও সম্পাদনার কলাকৌশল ব্যবহারে ষড়-ক পদ্ধতি ব্যবহার সম্পর্কিত উপরের আলোচনাটি আমাদের অনেকের কাছে গোলমেলে মনে হতে পারে। ভিন্ন একটি কৌশল দিয়ে ব্যাপারটি বোঝানো যাক; জেন্ডার বিষয়ক রিপোর্টিং কৌশল সম্পর্কে আমেরিকার 'পয়ন্টার ইনস্টিটিউট অব জার্নালিজম' রিপোর্টিংকালে ষড়-ক'কে উল্টোদিক থেকে ব্যবহার করার কয়েকটি কার্যকর কৌশল নির্ধারণ করেছে। বিকল্প কৌশলগুলোর আলোচনা হয়তো উপরের গোলমেলে ভাবনার সমাধান দিতে পারে। বিকল্প

www.pathagar.com

কৌশলগুলোর ক্ষেত্রে রিপোর্টার কিংবা বার্তাকক্ষে কর্মরত সাংবাদিক ষড়-ক দেখবেন ঠিক এভাবে:

কে?--- সংবাদ বিবরণীর বর্ণনা থেকে কে বা কারা বাদ গেল।

কি?--- সংবাদ বিবরণীটির পরিপ্রেক্ষিত বা প্রেক্ষাপট।

কোথায়? --- আরো বেশী পরিপূরক তথ্যের জন্য যেখানে যাওয়া দরকার বা যেসব সূত্র ব্যবহার করা যায়।

কখন?--- নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী বা জাতিগোষ্ঠীর এবং নারী-পুরুষের প্রসঙ্গ যখন আসে।

কেন?--- রিপোর্টিংকালে কি কারণে কিছু তথ্য যোগ আর কিছু তথ্য বাদ দেয়া হয় বা হলো।

কিভাবে?---বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রিত সংবাদপত্র, রেডিও এবং টেলিভিশন নানান দর্শক-শ্রোতার চাহিদাকে পূরণের প্রচেষ্টা চালানোর ও উদ্যোগ নেয়ার ধরন যাচাই করে; যাচাইয়ের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত পন্থাগুলোকে গুরুত্ব দিতে হবে।

- বিভিন্ন মত বা আদর্শের লোকজনের সঙ্গে যোগাযোগ এবং ঐ দল অথবা গোষ্ঠীর সঙ্গে বর্তমান গণমাধ্যম সংস্থার সম্পর্কের ধরন।
- কমিউনিটিতে কাজ করেছেন সেখানকার বিজ্ঞ লোকজনদেরকে সাধারণ জনগণ কী রকম সম্মান করছে?
- সমাজের ভেতরকার নিরব ও মিতভাষী লোকজনকে খুঁজে বের করা।
- সমাজের গণ্যমান্য ও গ্রহণযোগ্য লোকজনদের একটি তালিকা প্রণয়ন করা; কারণ তারা সাধারণ লোকজনের কাছে গ্রহণযোগ্য।
- নিজে থেকে এলাকার বিভিন্ন ধরনের ব্যবসা-বাণিজ্য কমিউনিটি অথবা নানান সংস্থার ওয়েবসাইট পরিদর্শন করার মধ্য দিয়ে তথ্য সংগ্রহ।
- তথ্যসূত্রের বিশাল তালিকা থেকে কয়েক দিন পর পর সকলের সঙ্গে যোগাযোগ অব্যাহত রাখা। যেমন চা খাওয়ার অজুহাতে দেখা করা, দাওয়াতে অংশ নেয়া ইত্যাদি।

www.pathagar.com

জেন্ডার-সংবেদনশীল প্রতিবেদন রচনা
কতিপয় বিবেচ্য

দায়িত্বশীল একজন প্রতিবেদক/সংবাদকর্মী বা গণমাধ্যমকর্মীকে জেন্ডার প্রসঙ্গে প্রতিবেদন রচনা, অথবা সম্পাদনাকালে জেন্ডার-সংবেদনশীল কৌশল চিহ্নিত করে পক্ষপাতহীন উপস্থাপনার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলোকে বিবেচনা করতে পারেন; কারণ এসকল প্রসঙ্গ বিবেচনা থেকে জেন্ডার-সংবেদনশীল প্রতিবেদন রচনার একটি সুস্পষ্ট ধারণা জন্মানো সম্ভব।

সংবাদ উৎস: সংবাদ বিবরণীর সূত্র বা উৎস

১. ঘটনার সঙ্গে জড়িত সরকারি ও বেসরকারি তথ্য উৎসের সংখ্যা কতো?
২. সংবাদ-উৎস বা সূত্রগুলোর মধ্যে কতোজন নারী বা মহিলা?
৩. সংবাদ-উৎস/সূত্র হিসেবে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর কতো লোকজন জড়িত?

সংবাদ-দৃষ্টিভঙ্গি

১. রচিত প্রতিবেদনটি কার বা কাদের উদ্দেশ্য/ স্বার্থ হাসিল করলো ?
২. প্রতিবেদনটির স্বার্থ কী সরকারি স্বার্থের সঙ্গে কোনো না কোনোভাবে সংশ্লিষ্ট ?
৩. প্রতিবেদনটির স্বার্থের সঙ্গে কর্পোরেট কোনো সংস্থার স্বার্থ জড়িত আছে কী ?
৪. প্রতিবেদনটি জনস্বার্থে কতটুকু কাজ করবে এবং এই জনগণ কারা ?

একপাক্ষিকতা : দু-কূল রক্ষার কোনো মানসিকতা

১. প্রতিবেদনে দু-কূল রক্ষার বিতর্কিত কোনো উদ্দেশ্য সংশ্লিষ্ট কী? যেমন- বাবা, মা ও সন্তান অধিকার নিয়ে কোনো পরিস্থিতি?
২. নির্দিষ্ট কোনো এক পক্ষের সংবাদ কতোটুকু এবং কিভাবে উপস্থাপিত হয়েছে;
৩. সংবাদ এর সঙ্গে বা সংবাদ বিবরণীতে উপস্থাপিত পক্ষটি কি কোনো বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী?

বৈষম্যমূলক বিশেষ শব্দের ব্যবহার

১. সংবাদ বিবরণীতে ব্যবহৃত শব্দ বা শব্দগুচ্ছ কী বস্তুনিরপেক্ষ এবং জনঅভিমত গঠনে যথেষ্ট শক্তিশালী?

www.pathagar.com

২. শব্দগুচ্ছের ব্যবহার থেকে পাঠক কি তাদের নিজস্ব অভিমত গঠন করতে পারে?

পরিপ্রেক্ষিত ও ছবির ব্যবহার

১. প্রতিবেদনটি কি কোনো বিশেষ পরিপ্রেক্ষিতকে গুরুত্ব দিয়েছে যেসব তথ্য থেকে পাঠক তাদের নিজস্ব মতামত তৈরি করতে পারে?

২. সংবাদ এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছবি, স্কেচ বা অন্যান্য অংকন বিবরণীর সঙ্গে কতোটুকু এবং কীভাবে সংশ্লিষ্ট?

৩. সংবাদ বিবরণীর সঙ্গে ব্যবহৃত ছবি বা অন্যান্য চিত্র যথাযথ কিনা? ছবি ও চিত্রের সঙ্গে সংবাদ বিবরণীর গরমিল আছে কি?

৪. ব্যবহৃত ছবি ও চিত্র পাঠকদেরকে সংবাদ বিবরণীর আধেয় বুঝতে সমস্যার সৃষ্টি করে কিনা? অথবা ভিন্নভাবে বুঝে থাকবে কি?

www.pathagar.com

সাধারণ ইস্যুতে নারী-পুরুষ : কয়েকটি উদাহরণ

বার্তা-কক্ষের সংবাদকর্মীরা উল্লেখিত প্রসঙ্গগুলো বিবেচনায় রেখে উত্তর খুজতে গেলে অবশ্যই জেন্ডার-সংবেদনশীল প্রতিবেদন রচনা ও প্রকাশের কাজ অনেকাংশে সম্পন্ন করতে পারবেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে, উল্লেখিত পরীক্ষামূলক চেকলিস্ট বা অনুস্মরণ তালিকা জেন্ডার বিষয়ক প্রতিবেদন রচনায় যথেষ্ট নয়, কারণ সংবাদ উৎস ও পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনার পাশাপাশি সংবাদ বিবরণীতে ব্যবহৃত ভাষা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য। উপরন্তু মনে রাখতে হবে যে, ভাষা হলো যোগাযোগের অন্যতম শক্তিধর উপায়। সংবাদ বিবরণীর মধ্যকার শব্দের ব্যবহারে এজন্য জেন্ডার প্রসঙ্গ সচেতনতার সঙ্গে আসতে হবে। কারণ আমরা হয়তো মনেও করিনা যে, জেন্ডার-অবচেতন শব্দের ব্যবহার যেমন নারীর মর্যাদাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে তেমনি বিদ্যমান সামাজিক কাঠামোয় পুরুষের অবস্থানকেও প্রশ্নবিদ্ধ করে। ধরে নিতে হবে জেন্ডার-সংবেদনশীল সংবাদ বিবরণীতে ভাষার সচেতন ব্যবহারের মধ্য দিয়ে দর্শক-শ্রোতা পাঠকের কাছে জেন্ডার ধারণা জাগ্রত হবে এবং ইতিবাচক ধারণার জন্ম ক্রমে জনসচেতনতার স্তরকে আরো সমৃদ্ধ করতে পারে। সুতরাং গণমাধ্যমকে জেন্ডার বিষয়ক সংবাদ রচনা, জনধারণা পরিবর্তন করার লক্ষ্যে উদ্যোগীর ভূমিকা নিতে হবে; পাশাপাশি প্রচলিত ধারণাটির বিরুদ্ধে সক্রিয় হয়ে জনগণের মধ্যে বিরাজমান ভ্রান্ত ধারণার মূল উৎপাটন করতে হবে। কয়েকটি উদাহরণের মধ্য দিয়ে বোঝানো যায়;

উদাহরণ

১. একজন মহিলা শিক্ষক, যিনি ক্লাসে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি নিচ্ছেন, সবাই বললো- 'উপস্থিত আপা'- এক্ষেত্রে পুরুষ হলে হয়তো 'উপস্থিত স্যার' বলতো। এখন যদি শুধুমাত্র 'উপস্থিত' বলা হয় তখন শব্দটি নারী কিংবা পুরুষকে নির্দেশ করলনা।

২. কোনো সভা-সমিতির কাভারেজ দেয়ার সময় নারী বা পুরুষকে আলাদা করে বিভক্ত করার বদলে নিরপেক্ষ শব্দাবলী ব্যবহার করার জন্য উৎসাহিত করা যেতে পারে; যেমনঃ ভদ্র মহোদয় বা ভদ্র মহিলাগণ এর পরিবর্তে সহকর্মী, উপস্থিত সুধীজন শব্দগুলো প্রথম প্রথম অপ্রচলিত মনে হলেও জেন্ডার ভিত্তিক প্রতিবেদন রচনার জন্য নিরপেক্ষ।

৩. নারীকে শব্দের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে ব্যবহারের প্রবণতা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে উদ্যোগী হওয়া যায়; যেমন কোনো অনুষ্ঠান বা নিমন্ত্রণে সমবেত সুধীজন এবং তাঁদের স্ত্রীগণ এভাবে

www.pathagar.com

পরিচিত না করে শুধুমাত্র 'সুধী' বললেই চলে। তেমনি 'অধ্যাপিকার' বদলে 'অধ্যাপক', 'নির্বাহী ব্যবস্থাপক' এর বদলে 'নির্বাহী প্রধান' জাতীয় শব্দগুলো অনেক নিরপেক্ষ।

৪. নারীর এবং পুরুষদের কোনো কিছুকে চিন্তা করার মধ্যে কোনোরকম বিভেদ থাকলে যথাসম্ভব এড়িয়ে যেতে হবে। যেমন- পুলিশ, মহিলা পুলিশ ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজ।

গণমাধ্যমে জেন্ডার-রিপোর্টিং উপস্থাপনায় শব্দ ব্যবহারের বিভিন্ন অভিজ্ঞতার উদাহরণ প্রসঙ্গে কানাডিয়ান সম্প্রচার কর্তৃপক্ষ রেডিও এবং টেলিভিশন সম্প্রচারের সংবাদ বিবরণীতে নারী-পুরুষ আলাদা বা পার্থক্য না করে সমান সমান গুরুত্বে উপস্থাপনার জন্য কতগুলো নজীর বা উদাহরণ অনুসরণ করে থাকে। অনুসৃত উদাহরণগুলো আমাদেরও কাজে লাগতে পারে। যেমন:

১. নামের ক্ষেত্রে জনাব কামাল পাশা এবং মিসেস পাশার পরিবর্তে জনাব কামাল পাশা ও মিস/মিসেস সায়লা ব্যবহার করা। কেননা জেন্ডার-সংবেদনশীল প্রতিবেদনে লিঙ্গীয় পরিচিতি ব্যবহারের কোনো প্রয়োজন নেই - এধরনের ব্যবহারে সায়লার ব্যক্তিত্বকে অস্বীকার করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

২. নারী-পুরুষের জন্য সমান গুরুত্বের বা সমোচ্চারণের শব্দ ব্যবহার করা; যেমন-ভদ্রলোক-ভদ্র মহিলা'র বদলে 'ভদ্র মহোদয়গণ', 'সম্মানিত অতিথিবৃন্দ' শব্দসমূহ উল্লেখ করলে জেন্ডার-নিরপেক্ষতা বজায় থাকে।

৩. নারীকে কোনো স্বামীর স্ত্রী হিসেবে পরিচিত করার কৌশল পরিহার করা- কামাল পাশার 'অর্ধাঙ্গিনীর' বদলে 'জীবনসঙ্গী' শব্দটি বেশি বস্তুনিরপেক্ষ বলে মনে হয়। অথবা মিসেস সায়লার জীবনসঙ্গী শব্দগুচ্ছ অনেক বেশী লিঙ্গপক্ষপাতহীন।

৪. কোনো মানুষের লৈঙ্গিক ভিন্নতা এড়ানোর উদ্দেশ্যে বহুবচনের ব্যবহার বেশ কার্যকর। যেমন: ডাক্তারগণ, শিক্ষকগণ ব্যবহার অন্তত:পক্ষে শিক্ষক- শিক্ষিকাগণের চেয়ে নিরপেক্ষ।

www.pathagar.com

পুরুষ নির্দেশক শব্দ পরিহার

বাংলা, ইংরেজী, আরবী, হিন্দিসহ বিভিন্ন ভাষায় এরকম লিঙ্গ পক্ষপাতদুষ্ট হাজার শব্দ বিরাজমান। ১৯৯৫ সালে বেইজিং এ অনুষ্ঠিত বিশ্বনারী সম্মেলনের পর ইউনেস্কোর উদ্যোগে 'লিঙ্গ দুষ্ট এবং জেন্ডার অনুকূল' শব্দের চমৎকার একটি তালিকা প্রণীত হয়েছে। ইংরেজী শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করে রচিত এই তালিকা http://www.unesco.org/ women/index-en-htm ওয়েবসাইট থেকে দেখে নেয়া যায়। ইংরেজী ভাষার শব্দগুচ্ছ থেকে আমাদের প্রতিদিনের ব্যবহার ও প্রতিবেদন রচনায় জেন্ডার-পক্ষপাতমূলক রিপোর্টিংয়ের অনেক উদাহরণ মেলা সম্ভব। একজন জেন্ডার-সংবেদনশীল সংবাদকর্মীর জন্য এই তালিকা সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। পাশাপাশি কানাডার জনকল্যাণমুখী সম্প্রচার ব্যবস্থায় অনুসরণের জন্য জেন্ডার-সংবেদনশীল শব্দাবলীর বিশাল বর্ণনা উপস্থাপিত হয়েছে। আগ্রহী যে কেউ সিবিএস এর মিডিয়া সচেতনতা নেটওয়ার্কের http://www.media-awareness.ca/Eng/gov/cbc/cbcgend.htm ওয়েবসাইট থেকে জেন্ডার-সংবেদনশীল এরকম শব্দরাজী সম্পর্কে ধারণা নিতে পারেন। এছাড়াও বিকল্প ধারার সংবাদ জগতের অন্যতম পুরোধা জগতনন্দিত সাংবাদিক রবার্টো সেভিওর নেতৃত্বে ইতালীভিত্তিক 'ইন্টার প্রেস সার্ভিস' 'জেন্ডার ও উন্নয়ন' শীর্ষক শব্দমালার পঞ্জি তৈরি করেছে। http://www.ips.org ওয়েবসাইট থেকে জেন্ডার-সংবেদনশীল ও নিরপেক্ষ অনেক নিত্য ব্যবহার্য শব্দের তালিকা পাওয়া সম্ভব। বাংলা ভাষার এমন কয়েকটি শব্দ তালিকা দেখা যেতে পারে–

লিঙ্গ-পক্ষপাতদুষ্ট শব্দ	জেন্ডার অনুকূল শব্দ
পুরুষ/পুরুষালী, রমনীয়/মেয়েলী, সেবা পরায়ণা	জনগণ, মানবধর্মী, মানবীয়, মানবিক, সেবাধর্মী
শ্রমিক, নারী শ্রমিক, শ্রমজীবী পুরুষ, নারী কর্মী	জনশক্তি, শ্রমজীবী মানুষ, শ্রমজীবী, কর্মচারী, মানব সম্পদ
আদমশুমারী	লোকগণনা, জনশুমারী
শ্রমিক ঘণ্টা	শ্রমঘন্টা
বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধ	মানব বন্ধনবোধ, মানবীয় ঐক্য
আদি পিতা/প্রতিষ্ঠাতা	সূচনাকারী
ছেলেবেলা / মেয়েবেলা	শিশুবেলা

www.pathagar.com

উল্লেখিত তিনটি ওয়েবসাইটের শব্দ তালিকায় দেখা যায়, ইংরেজিসহ পৃথিবীর অনেক ভাষায় 'পুরুষ' পুংলিঙ্গ শব্দ ব্যবহারের প্রবণতায় শক্তিশালী, সামর্থ্যবান হিসেবে পরিগণিত করার প্রেক্ষাপটে নারীর ক্ষমতা, সম্মান উপেক্ষিত হতে থাকে। বাংলা ভাষায় ব্যবহারের জন্য উপরের সংক্ষিপ্ত তালিকা ছাড়াও আমাদের গণমাধ্যমে বিশেষত: সংবাদপত্রে কিংবা সাধারণ আলুনি জীবনে লিঙ্গ-পক্ষপাতদুষ্ট অনেক শব্দ ব্যবহারের প্রবণতা দেখা যায়। সেগুলোর কয়েকটি দৃষ্টান্ত আরিফা এস. শারমীন ও রোবায়েত ফেরদৌস সম্পাদিত-'বাংলাদেশের সংবাদপত্রে জেন্ডার-সংবেদনশীলতা' (নির্বাচিত ৮টি সংবাদপ্রত্রের আধেয় বিশ্লেষণ) প্রতিবেদনে উল্লেখ আছে। প্রতিবেদনে লেখা হয়েছে, সংবাদপত্রের পাতা ওল্টালে আমরা কি দেখি? দেখি নারী নেই। অর্থনীতিতে নেই, উন্নয়নে নেই, আন্তর্জাতিক সংবাদে নেই, খেলাধূলায় নেই, শেয়ার বাজারে নেই, কিন্তু রাজনীতিতে আছে। কেননা, দেশের প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধী দলীয় নেত্রী নারী- তাই আছে। নারী হিসেবে নয়, আবার শুধু নারী হিসেবেও। তাদের রাজনৈতিক মতবিরোধও তাই 'দুই সতীনের ঝগড়া', তাদের বিদেশ গমন তাই 'সংসার ফেলে রেখে পাড়া বেড়ানো'। তখন তারা গতে বাঁধা নারী। রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব নয়। গতে বাঁধা নারীরা পরীক্ষার প্রথম দিনে শুধু পরীক্ষা দেয়, ফুলের প্রদর্শনীতে ফুলের পাশে ফুল হয়ে ফুটে থাকে অথবা তারা ধর্ষিত হয়। না ধর্ষিতও হয় না। তাদের 'সম্ভ্রমহানি' হয়, 'ইজ্জত নষ্ট' হয়, তাদের ওপর 'পাশবিক নির্যাতন' করা হয়। পাঠকেরা যেন সবাই পুরুষতান্ত্রিক পাঠক। তারা নারীর ধর্ষণের ভয়াবহতার চেয়ে বেশী জানতে চান, নারীটি 'সুন্দরী' ছিল কিনা, 'ষোড়শী' বা 'যুবতী' ছিল কিনা, ধর্ষণ করাই যথার্থ ছিল কিনা তাকে। অর্থাৎ, 'ফস্টিনস্টি', 'ছলাকলা' করত কিনা সে ইত্যাদি ইত্যাদি। উল্লেখিত কয়েকটি উদাহরণ নি:সন্দেহে বেশীরভাগ বাংলা সংবাদপত্রের জেন্ডার সংবেদনশীল-প্রতিবেদনের দুর্দশাকে স্পষ্টতর করে তুলছে।

www.pathagar.com

জেন্ডার-সংবেদনশীল প্রতিবেদন রচনা
কয়েকটি কৌশল

শব্দ ব্যবহারে পক্ষপাতদুষ্টতা এড়িয়ে কিভাবে জেন্ডার-সংবেদনশীল প্রতিবেদন রচনা সম্ভব? সংবেদনশীল প্রতিবেদন রচনার জন্য যতক্ষণ পর্যন্ত নারী/পুরুষ প্রসঙ্গে পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছেনা ততক্ষণ পর্যন্ত শুধুমাত্র 'জনাব' শব্দটি ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন একসময় বাংলায় জনাব/জনাবা/বেগম কিংবা শ্রীমান/শ্রীমতি ব্যবহার করা হলেও আজকাল জনাব/ শ্রীযুক্ত-শব্দগুলো ব্যবহৃত হচ্ছে। দু'টি উদাহরণ দিয়ে ব্যপারটি বোঝানো যাক; প্রতিবেদনে লেখা হলো-

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা আজ দীর্ঘ দেড় মাস পর আবার তাদের শ্রেণীকক্ষে ফিরে আসছে। কারণ ছাত্র মাত্রই জানে ক্লাস থেকে অনেক কিছু শেখা যায়। **(লিঙ্গপক্ষপাতদুষ্ট)**

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা আজ দীর্ঘ দেড় মাস পর আবার তাদের শ্রেণীকক্ষে ফিরে আসছে, কারণ শিক্ষার্থী মাত্রই জানে ক্লাস থেকে অনেক কিছু শেখা যায়। **(জেন্ডার-নিরপেক্ষ/সংবেদনশীল)**

পেশাজীবী শব্দের বেলায় লিঙ্গপক্ষপাতদুষ্ট শব্দ পরিহার

আজকাল নির্দিষ্ট কোনো পেশা ঠিক পুরুষ বা মেয়েদের জন্য সুনির্দিষ্ট একথা বলা যাবে না। সব পেশাতেই নারী-পুরুষ সমান তালে দক্ষতার সঙ্গে অংশ নিচ্ছে। সুতরাং পেশাগত ক্ষেত্রে জেন্ডার-সংবেদনশীল শব্দ বা শব্দগুচ্ছ এরকম হওয়া সম্ভব।

লিঙ্গ দুষ্ট	জেন্ডার-সংবেদনশীল
সংবাদ পাঠক/ পাঠিকা	সংবাদ উপস্থাপক
চেয়ারম্যান/ সভাপতি/ সভানেত্রী/ দলনেতা/ নেত্রী	সভা প্রধান/ চেয়ার পারসন/ দল প্রধান
কাজের বুয়া/ গৃহভৃত্য	গৃহস্থালী সাহায্যকারী
গৃহকর্তা/ কর্ত্রী	গৃহ পরিচালক

www.pathagar.com

লিঙ্গদুষ্ট মনোভাব পরিহার ও নারীকে পেশাজীবীর মর্যাদা দান

১. সংবাদ বিবরণী রচনাকালে সমাজে নারী প্রসঙ্গে বিরাজমান নেতিবাচক ধারণাকে দৃঢ়তর করার উদ্যোগ গ্রহণ থেকে বিরত থাকা।

২. সবসময় জেন্ডার-সংবেদনশীল শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করার চেষ্টা করা। নিদেনপক্ষে পুরুষ-মহিলাকে আলাদা করতে হলে নারীকে সব সময় পরে স্থান দেয়ার প্রবণতা পরিহার করা। যেমন : নারী-পুরুষ সকলে মিলে শব্দের ব্যবহার/ ব্যাখ্যা বেশ গ্রহণযোগ্য।

৩. স্ত্রী-বাচক পরিচিতির বদলে একজন মানুষ হিসেবে পুরুষ বা নারী উভয়কে তুলে ধরা; কারণ নারী যেমন কারো স্ত্রী, কারো মা, কারো বোন কিংবা শাশুড়ী, তেমনি পুরুষ উল্লেখিত সম্পর্কের চরিত্রে স্বামী, বাবা, ভাই, শ্বশুর ইত্যাদি।

৪. পুরুষ যেমন নিজের নামে পরিচিতি লাভ করে তেমনি নারীকে তার বাবা বা স্বামীর নাম পেছনে জুড়ে দেয়ার সব রকম প্রচেষ্টাকে যথাসাধ্য এড়িয়ে যাওয়া।

৫. নারী বা মহিলাকে শুধুমাত্র মেয়ে রূপে কিংবা মেয়েলীপনায় গুণান্বিত করার প্রবণতা পরিহার করা।

ব্যাপারটি উদাহরণ দিয়ে বোঝানো যাক; যেমন- প্রতিবেদনে আছে, 'একনিষ্ঠ একজন বৈজ্ঞানিক ও গবেষক কখনো তাঁর স্ত্রী ও পরিবারের প্রতি খেয়াল রাখতে পারেনা'। (**লিঙ্গপক্ষপাতদুষ্ট**), ভিন্নভাবে : 'একনিষ্ঠ কোনো বৈজ্ঞানিক ও গবেষক ঘর-সংসার বা পরিবারের প্রতি খেয়াল রাখতে পারেনা'। (**জেন্ডার সংবেদনশীল**) কারণ 'একনিষ্ঠ একজন বৈজ্ঞানিক ও গবেষক নারী কিংবা পুরুষ উভয়ই হতে পারে।

www.pathagar.com

জেন্ডার-সংবেদনশীল প্রতিবেদন
কয়েকটি অনুশীলন

অনুশীলন --- ১ : *জেন্ডার-সংবেদনশীল প্রতিবেদন রচনা*

গার্মেন্টস বাংলাদেশের একটি অন্যতম প্রধান শিল্প। ধরা যাক, গার্মেন্টস পোশাকের 'ফ্যাশন শো' সম্পর্কিত একটি প্রতিবেদনের সঙ্গে চোখ ধাঁধানো ও নজর কাড়া আবেদনময়ী কিছু তরুণী এবং তরুণের ছবি আছে; সংবাদটি গুরুত্বপূর্ণ, ছাপাতে হবে ; আবার জেন্ডার-সংবেদনশীলতার কথাও মাথায় রাখতে হবে। এক্ষেত্রে সহ-সম্পাদক অথবা বার্তা সম্পাদক কী করবেন? দুটি বিকল্প বিবেচনা করা যেতে পারে; বার্তা সম্পাদক ছবি ছাড়াই কি শুধু সংবাদ বিবরণী ছাপিয়ে দিবেন? নাকি ছবি সহযোগে সংবাদ বিবরণী ছাপবেন? বার্তা সম্পাদক জেন্ডার সংবেদনশীল হলে হয়তো ছবি ছাড়া শুধুমাত্র বিবরণী বা প্রতিবেদনটি ছাপাতে চাইবেন; কিন্তু পাঠক এবং বাণিজ্য - এগুলোওতো মাথায় রাখতে হবে। করণীয় নিয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বার্তা সম্পাদক ভেবে দেখলেন জেন্ডার-সংবেদনশীল প্রতিবেদন রচনায় 'ষড়-ক'- প্রশ্নে আসা যাক ; এতে সিদ্ধান্ত নেয়া সহজতর হতে পারে।

কে ? --- ছবি ব্যবহার না করলে ফ্যাশন শো তে 'আবেদনময়ী পোজ দেয়া তরুণ বা তরুণী' এদের কারো তেমন ক্ষতি হবার সম্ভাবনা নেই।

কী ? --- সংবাদটি হলো ফ্যাশন শো'র ; মডেল এখানে গুরুত্বপূর্ণ নয়- আগ্রহী ক্রেতা সংবাদ বিবরণীতে নির্ধারিত ডিজাইন দেখতে চায় ; মডেল সম্ভবত নয়।

কোথায়? --- দর্শক-শ্রোতা, পাঠক ডিজাইনার থেকে নির্ধারিত ডিজাইনের বিশেষত্ব এবং ফ্যাশন সম্পর্কে পেশাজীবী লোকজনের মতামত জানতে আগ্রহী।

কখন?---'ফ্যাশন শো'র সংবাদ বিবরণীতে কখন বা সময় জানার তেমন একটা গুরুত্ব আছে বলে মনে হয়না।

কেন?---নতুন ডিজাইনের পোষাকাদি কেনা বা পরার ক্ষেত্রে আগ্রহী ক্রেতা, ফ্যাশন সংক্রান্ত হালফিল ধারা জানায় আগ্রহী লোকজনই

তো দর্শক-শ্রোতা-পাঠক। সেক্ষেত্রে মডেলের ছবি না থাকলে খানিকটা সৌন্দর্য হয়তো কমলো; কিন্তু জেন্ডার-সংবেদনশীল সাংবাদিকতার প্রসঙ্গতো পূর্ণ হলো।

www.pathagar.com

কিভাবে ? ---

১. প্রতিবেদনটির সংবাদ উৎস কে বা কী? (রিপোর্টার / সংবাদ সংস্থা)
২. কার জন্য প্রতিবেদন? (পাঠকের জন্য নিশ্চয়, মডেলদের জন্য নয়)
৩. দ্বিমুখী নীতি অনুসরণ? (প্রযোজ্য নয়)
৪. একদেশদর্শী? (সংবাদ এ শুধুমাত্র নারীর আবেদনময়ী ছবি ব্যবহৃত হলে)
৫. লিঙ্গদুষ্ট শব্দ ব্যবহার- (প্রযোজ্য নয়)
৬. প্ররিপ্রেক্ষিত বিবেচনা (ফ্যাশন ও বিভিন্ন সময়ের সঙ্গে মানানসই)
৭. ছবির ব্যবহার (পোশাকের ফ্যাশন কারো ছবিতে যথার্থ হয়না)

ষড়-ক বিচারে এবার সিদ্ধান্ত: ফ্যাশন এর নতুনত্ব সম্পর্কে সংবেদনশীল প্রতিবেদন উপস্থাপিত হলো এবং এসব নতুন ডিজাইনের সুবিধা, মৌসুম ইত্যাকার নানান বর্ণনা থাকলো- এরকম যদি সম্ভব হয় তাহলে পোশাক এর ছবি তুলে আনতে বলা হোক এবং সেই ডিজাইনের পোশাকের ছবি ছাপিয়ে দেয়া হোক; কোনোভাবে যেন মডেল এর চোখ ধাঁধানো সাজ কিংবা পোজসহ সংবাদ দেয়া না হয়। মডেল ছাড়া শুধু পোশাকের ছবি দেয়া সম্ভব না হলে ছবি বাদ দিলে কেমন হয়?

অনুশীলন--- ২: *সংবাদ বিবরণী তৈরিতে খানিকটা নতুনত্ব চাই!*

জেন্ডার-সংবেদনশীল প্রতিবেদন রচনায় নতনত্ব আনার প্রক্রিয়া দুটি উদাহরণ দিয়ে বোঝানো যাক। উদাহরণ দু'টি কল্পনাশ্রয়ী হলেও জেন্ডার-সংবেদনশীল রিপোর্টিং-এ কেমন লাগতে পারে একবার দেখা যাক;

উদাহরণ--- ১:

নাসরীন একজন সাহসী সহকারী পুলিশ কমিশনার। ধরে নেয়া হয়, পুলিশের পেশাটি সাধারণত: পুরুষের। পুরুষরা যুদ্ধ করে; সাহসী ভুমিকা রাখে, কিন্তু নাসরীন সাহসের সঙ্গে একজন দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসী ধরেছে, রাষ্ট্র তাঁকে সাহসী পুলিশ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। এখন সাহসী সহকারী পুলিশ কমিশনার নাসরীন ও তাঁর কাজের ওপর প্রতিবেদন লিখতে হবে; সন্ত্রাসী ধরার নানা কৌশল সম্পর্কে গত এক সপ্তাহে কোনো একটি পত্রিকা তাঁকে নিয়ে দু'টি প্রতিবেদন প্রকাশ করলো। প্রথম দিনের সংবাদ শিরনাম- 'সহকারী পুলিশ কমিশনার নাসরীন এর চোখে ভীরুতার ছোঁয়া নেই'। দ্বিতীয় দিনের শিরনাম: 'বীর কন্যা সহকারী পুলিশ কমিশনার নাসরীন এর সাথে সাক্ষাৎকার'।

www.pathagar.com

এখন প্রশ্ন হলো সংবাদ বিবরণীটি কিভাবে এবার লিঙ্গ-পক্ষপাতদুষ্ট এবং কিভাবে জেন্ডার-নিরপেক্ষ বা সংবেদনশীল করা সম্ভব, সে প্রসঙ্গে আলোচনা করা যেতে পারে;

সাধারণতঃ ধরে নেয়া হয়, যুদ্ধ করা, পুলিশী-সাহসী ভূমিকা নিয়ে মেঘনার চরে রাত্রে সন্ত্রাসী ধরা- এগুলো পুরুষের কাজ অথচ মেয়ে হয়ে তিনি কাজটি করলেন, তাঁর কাজটিই তো মহৎ ও কঠিন; রিপোর্টার কিভাবে দেখলেন; জীবন বাজি রেখে এ ধরনের ঝুঁকি পুরোপুরি পুরুষদের কাজ- তিনি পুলিশ হিসেবে করেছেন রিপোর্টার এইটি ধরেননি। নাসরীনকে পুলিশের একজন সদস্য হিসেবে দেখানোর পরিবর্তে সংবাদ বিবরণীতে একজন মহিলা পুলিশ হিসেবে পরিচিত করানোর চেষ্টা আছে এবং যেহেতু তিনি নবীন অফিসার তাঁর ভেতরকার নারীসুলভ আবেগ, সিদ্ধান্ত এবং শঙ্কা এগুলোকে প্রতিবেদনটিতে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।

একজন সাংবাদিক সাক্ষাৎকার নিতে গিয়ে বলেন, একজন মহিলা পুলিশ অফিসার হয়ে আপনি এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন- কিভাবে এই সাহসী ভূমিকা নিলেন? স্পষ্টতই বোঝা যায়, সাংবাদিক এই অফিসারের মেধা, বুদ্ধিমত্তা ও সর্বোপরি সিদ্ধান্ত সম্পর্কে সন্দিহান ছিলেন; তার সাথে তিনি পাঠকদেরকেও পুলিশের গুণ সম্পর্কে সন্দিহান করে তুললেন। শুধু তাই নয়, আমাদেরও বিশ্বাস, মহিলারা একটু সাজ-গোজ পছন্দ করেন, সাংবাদিক তাঁর প্রশ্নে জিজ্ঞেস করলেন, রাত্রিকালে আপনি সাধারণ পোশাকে না পুলিশী পোশাকে সন্ত্রাসীদের ধরতে গেলেন? এখানে সাংবাদিক মনে করলেন রাত্রিকালে পুলিশী পোশাক বোধ হয় একজন মহিলা অফিসারের জন্য প্রযোজ্য নয়- পুলিশ উত্তর দিলেন 'আমি পেশাজীবী, পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে যে পোশাক থাকা দরকার তাই পরেছি।' পুরুষদের ক্ষেত্রেও এরকম লেখা হয়; যেমন 'সাহসী পুলিশ' জাপটে ধরেন সন্ত্রাসীকে- এক্ষেত্রে সাহসী পুলিশ ও সন্ত্রাসী লেখা পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক, নারীকে নির্দেশ করেনা।

পাশাপাশি ছবির ব্যাপারেও একই অবস্থা- অফিসে পোশাক পরা অবস্থায় সহকারী পুলিশ কমিশনারের ছবি নেয়া হলো না, বাসায় ইন্টারভিউ নেয়ার কালে 'মেয়ে আর স্বামী'কে নিয়ে শাড়ি পরিহিত অবস্থায় ছবি তোলা হলো। সুতরাং বোঝা যায় নাসরীনের উপর রিপোর্ট ও ছবি তাঁর কাজের স্বীকৃতি নয়; এখানে তিনি একজন আদর্শ গৃহিণী।

উল্লেখিত উদাহরণ থেকে বোঝা যায়, প্রচলিত ধারার সাংবাদিকতায় জেন্ডার-সংবেদনশীল সংবাদ রচনার কাজ কঠিন। কিন্তু খানিকটা সাবধানতা, কিছুটা সচেতনতা ও উদ্যোগ হয়তো রিপোর্টিং-এ নতুনত্ব আনতে পারে; রিপোর্টটিতে দক্ষ পুলিশ- এই ভাবনাকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টামাত্র করা

www.pathagar.com

হয়েছে- তাও আবার লিঙ্গদুষ্ট দৃষ্টিভঙ্গিতে। কিন্তু কিভাবে এই সংবাদ প্রেক্ষাপট ভিন্নতর করা সম্ভব?

উদাহরণ : -- ২

সাংবাদিকতা পেশায় সংবাদ শিরনাম লেখা সৃষ্টিশীল এবং এক কঠিন কাজ, অনেক সময় পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য নানান কৌশল অবলম্বন করা হয়। অসাবধানতাবশত: লিঙ্গ পক্ষপাতদুষ্ট, কখনো কখনো প্রতিবেদনে স্বেচ্ছায় নারীর উপস্থিতিকে গুরুত্ব দেয়া হয়। একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি বোঝানো যেতে পারে। যেমন : গত ১৯ মার্চ ২০০৪ ঢাকার একটি আদালত একটি মামলার রায়ে দুই ছেলেকে হত্যার দায়ে একজন 'মা' ও চাচাকে ফাঁসির দণ্ডাদেশ দেয়। বিভিন্ন পত্রিকায় রগরগে যৌনাবেদনের উপস্থাপনায় শিরনাম দেয়া হয় 'দেবর-ভাবীর পরকীয়া', 'নিজসন্তানকে খুনের দায়ে পাষণ্ড মায়ের ফাঁসি'। এ ধরনের শিরনামগুলো নি:সন্দেহে পক্ষপাতদুষ্ট এবং লিঙ্গ-বৈষম্যমূলক। এখন কিভাবে জেন্ডার-সংবেদনশীল একটি শিরনাম দেয়া সম্ভব?

ভিন্ন এক ঘটনার কথা স্মরণ করা যেতে পারে ; বছর পাঁচেক আগে নীলফামারী'র সন্তান হারানো একজন মানসিক বিকারগ্রস্ত মহিলা সন্তানের কিডনী বিক্রয় করার উদ্দেশ্যে হত্যার অপরাধের অভিযোগে আসামীর কাঠগড়ায় দাড়িয়ে আছে। মামলাটি এতোটাই সংবেদনশীল যে এই বিচারে তিনি দোষী সাব্যস্ত হলে ফাঁসীর শাস্তি তার অবধারিত। অথচ আসামী বিকারগ্রস্ত মহিলাটি চায়না তার পক্ষে কোনো আইনজীবী দাঁড়াক। তারপরও কোর্টের বিচারক তার বিকারগ্রস্ততার বিষয় চিন্তা করে একজন আইনজ্ঞ নিয়োগ করতে নির্দেশ দিলেন। এখন শিরনাম কি হতে পারে - 'কিডনী লোভী পাষণ্ড মায়ের পাশে আজ কেউ নেই।' এরকম অনেক সংবাদ বিবরণী ও শিরনাম উদাহরণ হিসেবে উপস্থাপন সম্ভব।

www.pathagar.com

জেন্ডার-সংবেদনশীল প্রতিবেদন রচনা
সংবাদকর্মীর অনুসরণীয়

লিঙ্গদুষ্ট দৃষ্টিভঙ্গিতে সংবাদ উপস্থাপনার পরিবর্তে জেন্ডার-সংবেদনশীল রিপোর্টিং করার ক্ষেত্রে কতগুলো কৌশল অনুসরণ করা যেতে পারে। নিচে কয়েকটি উদাহরণ দেয়া হলো-

১. সংবাদ বিবরণীর উৎস কে এবং কী বা কারা চিহ্নিত করা এবং সংবাদ বিবরণীটির জন্য অতিরিক্ত আর কী কী বা কোন কোন উৎস বা সূত্র প্রয়োজন হতে পারে?

২. সংবাদ বিবরণীটি কার দৃষ্টিভঙ্গি বা কোন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে লেখা হলো? এবং একটি পূর্ণাঙ্গ সংবাদ বিবরণী হতে আর কোন কোন বা কী কী দৃষ্টিভঙ্গি সংযোজন করা যেতে পারে বা দরকার ?

৩. সংবাদ বিবরণীতে কি দ্বিমুখী দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করা হয়েছে ? অনুসরণ করা হলে দ্বিমুখী অবস্থান এড়িয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে কার্যকর কী কী উদ্যোগ নেয়া দরকার ?

৪. সংবাদ বিবরণী কি একদেশদর্শী বা পক্ষপাতদুষ্ট? এই পক্ষপাতিত্বের দৃষ্টিভঙ্গি কিভাবে এড়ানো সম্ভব ?

৫. সংবাদ বিবরণীতে ভারী কোনো শব্দ বা শব্দরাজী ব্যবহৃত হয়েছে ; এক্ষেত্রে একজন দায়িত্বশীল প্রতিবেদক/সহ-সম্পাদক জেন্ডার-সংবেদনশীল হয়ে কি ধরনের ভাষা ব্যবহার করতে পারেন?

৬. প্রতিবেদন রচনার পরিপ্রেক্ষিত কি যথার্থ? পরিপ্রেক্ষিতকে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পর্যালোচনার জন্য সম্ভাব্য কী কী উদ্যোগ নেয়া যায় ?

৭. সংবাদ বিবরণীর সঙ্গে ব্যবহৃত ছবি বা চিত্রটি কি সংশ্লিষ্ট? নইলে কী ধরনের ছবি বা চিত্র ব্যবহার যথাযথ হতো?

www.pathagar.com

শেষ কথা

জেন্ডার-সংবেদনশীল সংবাদ রচনার কৌশল, অভিজ্ঞতা ও উদাহরণ বিশেষ প্রেক্ষাপটে বলা যায় ; বাংলাদেশের বিভিন্ন গণমাধ্যমে সংবাদকর্মী হিসেবে নারীর সরব উপস্থিতি গত কয়েক বছর ধরে লক্ষনীয়ভাবে বাড়লেও নানান কারণে সংবাদপত্রগুলোতে জেন্ডার-পক্ষপাতহীন সংবাদ রচনা ও উপস্থাপনার ধারা গড়ে ওঠেনি। বিজ্ঞাপন, রোমাঞ্চ, গ্লানিকর আর গ্ল্যামারের আদলে নারীকে উপস্থাপনার পাশাপাশি পুরুষকে নির্যাতনকারী, শক্তির প্রতীক হিসেবে উপস্থাপনার আপ্রাণ চেষ্টা লক্ষ্য করা গেছে এবং যাচ্ছে। জেন্ডার প্রসঙ্গে সচেতনতার পথ ধরে গণমাধ্যম কর্মীর দায়িত্ব প্রসঙ্গে উল্লেখিত কৌশলগুলো সূচনামাত্র; সত্যিকার জেন্ডার-সংবেদনশীল প্রতিবেদন রচনায় আরো অনুশীলন ও দায়িত্ববোধ জরুরি। অনুশীলন ও দায়িত্ববোধ থেকে অদূর ভবিষ্যতে আমাদের সংবাদপত্র ও অন্যান্য গণমাধ্যমে জেন্ডার প্রসঙ্গে একদেশদর্শী বা পক্ষপাতদুষ্ট প্রতিবেদনের বদলে সংবেদনশীল প্রতিবেদন দেখা যাবে এবং জেন্ডার সংবেদনশীল সাংবাদিকতার যথাযথ বিকাশ ঘটবে।

—o—

সহায়ক সূত্র

১. গীতি আরা নাসরীন, *গণমাধ্যমে জেন্ডার প্রেক্ষিত*, আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০০৪ উপলক্ষে চট্টগ্রামে আয়োজিত সেমিনারের প্রবন্ধ, দি ফোরাম ফর ডেভেলপমেন্ট, জার্নালিজম এন্ড কমিউনিকেশন স্টাডিজ (ফোকাস), সি.ডব্লিও.এফ.ডি- চট্টগ্রাম এবং জেন্ডার মিডিয়া ফোরাম-ঢাকা, মার্চ, ০৮, ২০০৪

২. আরিফা এস, শারমীন ও রোবায়েত ফেরদৌস, *বাংলাদেশের সংবাদপত্রে জেন্ডার সংবেদনশীলতা (নির্বাচিত ৮টি সংবাদপ্রত্রের আধেয় বিশ্লেষণ)*, পলিসি-লিডারশীপ অ্যান্ড এ্যডভোকেসী ফর জেন্ডার ইক্যুয়ালিটি (মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়) ঢাকা

৩. Margaret Gallagher- *Inequal Iopportunities:The case of Women and the Media,* UNESCO, Paris, Second impression-1983.

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আজ থেকে প্রায় ৪ বছর আগের ঘটনা।
লালসার আগুনে ঝলসানো দেবর-ভাবী
হল দুই অবুঝ শিশু রাজু ও নয়ন।
খুন ও পরকীয়া প্রেমের বিশদ বি
সংবাদপত্রের পাতায় ঠাঁই পেয়েছি
অশ্রুপাত করেছিলেন অনেক পা
দেখেছিলেন বিচারিণী নারীর ছবি
রাতে প্রথম যখন পুলিশের
তার যে

ম্যাস্-লাইন মিডিয়া সেন্টার (এমএমসি)
১/২০, হুমায়ূন রোড, ব্লক-বি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৯১২৫০৭৭, ৮১২৩৪৪৬ ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৯১২১৬২৭
E-mail: massline@bangla.net